

জমীদার দর্পণ।

নাটক।



শ্রীমীর মশাররাক হোমেন কর্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।



সিমুলীয়া ২০১ নং করন ওয়ালিস ঙ্গি

মধ্যস্থ-যন্ত্রে

শ্রীরামসর্বস্ব চক্রবর্তী কর্তৃক

মুদ্রিত।

১২৭৯ বঙ্গাব্দ।

দুসান

উপহার ।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মীর মাহাম্মদ আলী
সাহেব পূজ্যপাদেযু ।

আর্য্য !

আপনি আমাদের বংশের উজ্জ্বল মণি বিশেষ ।
আমাকে বাল্যকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত অন্তরের
সহিত ভাল বাসিতেছেন । সামান্য উপহার স্বরূপ,
আজ্ঞাবহ কিঙ্করের ন্যায় জমীদার দর্পণ সম্মুখে ধারণ
করিতেছি । একবার কটাক্ষপাত করিয়া যত্নে রক্ষা করি-
বেন, এই আমার প্রার্থনা । অনেক শত্রু দর্পণ খানি ভগ্ন
করিতে প্রস্তুত হইতেছে ।

আজ্ঞাবহ

শ্রী মীর মশাররাফ হোসেন ।

পাঠকগণ সমীপে নিবেদন ।

নিরপেক্ষ ভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন
ভাল মন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখে তত ভাল হয়
না । জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয় স্বজন সক-
লেই জমীদার, সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে
বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না । আপন মুখ আপনি
দেখিলেই হইতে পারে । সেই বিবেচনায় “ জমীদার-
দর্পণ ” সম্মুখে ধারণ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় মুখ দেখিয়া
ভাল মন্দ বিচার করিবেন ।

অনুগত

শ্রী মীর মশাররাফ হোসেন ।

কুটীয়া, লাহিনী পাড়া ।

সন ১২৭৯ সাল, চৈত্র ।

নাটকোক্ত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

হায়ওয়ান আলী	জমীদার ।
সিরাজ আলী	জমীদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ।
আবু মোল্লা	অধীনস্থ প্রজা ।
জামাল প্রভৃতি	জমীদারের চাকরগণ ।
জিতু মোল্লা	} সাক্ষীদ্বয় ।
হরিদাস	
আরজান বেপারী	জুরি ।

নট, সূত্রধর, মোসাহেব চারিজন, জজ, মাজিস্টার, বারিস্টার, ডাক্তার সাহেব, ইন্স্পেক্টর, কোর্ট-সব্-ইন্স্পেক্টর, উকীল, মোস্তার, পেস্কার, কনস্টেবল, চামা,

আরদালী, দর্শকগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রীগণ ।

নুরন্নেহার	আবু মোল্লার স্ত্রী ।
আমিরগ	আবু মোল্লার ভগ্নী ।
রুমমণি	বৈষ্ণবী ।
নটী ।	



জমীদার দর্পণ ।

সং ১/৭৩

নাটক ।

প্রস্তাবনা ।

(সূত্রধারের প্রবেশ ।)

সূত্র । (পাদ চারণ করিতে করিতে)

হা ধর্ম ! তোমার ধর্ম লুকাল ভারতে ;
জমীদার অত্যাচারে ডুবিলে কলঙ্কে !
পাতকীর কর্ম দোষে হলে পাপভাগী,
পাপীরা ধনের মদে না মানে তোমায়—
না মানে যেমন বাঁধ স্রোতস্বতী নদী,
দ্রুত বেগে চলে যায়, ভাঙ্গিয়া ছু কূল ।
রাজ-প্রতিনিধি রূপী মধ্যবর্তী সম,
জমীদার ! রাজ-রূপে পালক প্রজার
সর্ব নর ধন প্রাণ মান রক্ষাকারী ।
সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী ।
রবি যথা নিজ রশ্মি বিতরি শশীরে
করেন শীতল করে ভুবন শীতল,

সে পদবীহীন পদে শোষিছে মেদিনী,
 শোষে যথা চৈত্রমাসে খর প্রভাকর,
 নদ নদী জলাশয় খরতর করে ।
 কি কুদিনে আজি আমি প্রবেশি এদেশে,
 স্মরিয়ে বিদরে বুক নিকলে নিশ্বাসে—
 ঘন শ্বাসে দহে প্রাণ জ্বলন্ত আগুন,
 তুহানলে জ্বলে যথা ঢাকা হুতাশন—
 ধিক্ ধিক্ গুমে গুমে না হয় প্রকাশ—
 সেইরূপ দহিতেছে আমার অন্তর ।

(নটের প্রবেশ)

নট । একা একা পাগলের মত কি ব'লছেন ?

সূত্র । কেন ? অত্যাচার কি ব'লেছি, সত্য ব'লতে
 ভয় কি ?

নট । আমি সত্য অসত্যের কথা ব'লছি, ভয়ের
 কথাও ব'লছি। বলি কথাটা কি ?

সূত্র । কথা এমন কিছু নয় । কলিকালে প্রজারা
 বহু অশুখে আছে । কলিরাজও প্রজার অশুখ-চিন্তায়
 সর্বদা ব্যস্ত; কিসে প্রজার হিত হবে, কিসে অশুখে
 থাকবে, এরি সন্ধান ক'চ্ছেন । কিন্তু চক্ষের আড়ালে
 দুর্বলের প্রতি সবলেরা যে কত অত্যাচার, কত দোষাত্মক
 ক'চ্ছে তার খোঁজ খবর নেই ।

নট। কেন এ আপনার নিতান্তই ভুল। রাজার নিকট সবল দুর্বল, ছোট বড়, ধনী নিধনী, সুখী দুঃখী, সকলি সমান। সকলি সম স্নেহের পাত্র। সকলের প্রতিই সমান দয়া। আজ্ কাল্ আবার দীন দুঃখীদের প্রতিই বেশী টান্।

সূত্র। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধে) আচ্ছা মফস্বলে এক রকম জানওয়ার আছে জানেন ? তারা কেউ কেউ সহরেও বাস করে, সহরে কুকুর কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর ! সহরে তাদের কেউ চেনে না ; মফস্বলে দোহাই ফেরে। সহরে কেউ কেউ জানে যে এ জানওয়ার বড় শাস্ত — বড় ধীর, বড় নম্র ; হিংসা নাই, ঘেঁষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শ্যাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্য্যন্ত পার পায় না ! ব'ল্‌ব কি, জানওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।

নট। কি কথাই ব'ল্লেন, বাঘ বুঝি আর জানওয়ার নয় ?

সূত্র। আপনি বুঝতে পারেন নাই। এ জানওয়ারদের চারখানা পাও নাই—লেজও নাই। ঐরা খাসা পোসাক পরে, দিক্সি সব চেলের ভাত খায়। সাড়ে তিনহাত পুরু গদীতে বসে, খোসামোদে কুকুরেরাও গদীর আশে পাশে ল্যাজ গুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে। কিছুই অভাব নাই, যা মনে হ'চ্ছে তাই ক'চ্ছে। বিনা পরি-

শ্রমে সঙ্কলিত মনের স্মৃতি কাল কাটাচ্ছে। জানওয়া-
রেরা অপমান ভয়ে নিজেকে কোন কার্য্যই করে না। ভগ-
বান তাদের হাত পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে সকলি
অকেজো। দিকি পা আছে অথচ হাঁটবার শক্তি নাই।
দেখতে খাসা হাত, কিন্তু খাত্ত সামগ্রী হাতে ক'রে মুখে
তুলতেও কষ্ট হয়। কি করে? আহারের সামগ্রী প্রায়
চাকরেই চিবিয়ে দেয়! এরা আবার দুই দল।

নট। দল আবার কেমন?

সূত্র। যেমন হিন্দু আর মুসলমান।

নট। ঠিক বলেছ। ঐ দলের এক জানওয়ার যে কি
কুকাণ্ড করেছিল, সে কথা মনে হলে এখনও পিলে চ'ম্কে
যায়—এখনও চক্ষে জল এসে পড়ে। উঃ কি ভয়ানক!!

সূত্র। এখন পথে এস। আমিও তাই বলছি।

নট। থাক ও সকল কথা আর ব'লে কাজ নাই, কি
জানি।—

সূত্র। কেন বল'ব না? আপনিতো বলেছিলেন
যদি কোনো দিন ভগবান দিন দেন, তবে মনের কথা
ব'ল'বো। আজ আমাদের সেই শুভ দিন হয়েছে।

নট। কি ক'রে?

সূত্র। একবার ওদিকে চেয়ে দেখুন না?

নট। (চতুর্দিকে দৃষ্টি করিয়া) তবে আমাদের
আজ পরম ভাগ্য।

সুত্র। আর বিলম্বে কাজ নাই। আমাদের চির-মনো-
সাধ আজ পূর্ণ ক'র্বো। যত কথা মনে আছে সকলি
ব'ল'বো। এমন দিন আর হবে না। কপালে যা থাকে
জানওয়ারদের এক দলের নক্সা এই রক্ত-ভূমিতে উপ-
স্থিত ক'র্ত্তেই হবে।

নট। তাই তো ভাবছি, কোন্ নক্সা অবিকল কে
তুলেছে সেইটি ভাল ক'রে বেছে নিতে হবে?

সুত্র। আপনি শুনে নাই “জমীদারদর্পণ নাটকে”
যে নক্সাটি এঁকেছে, তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল
ছবি তুলেছে!

নট। তবে আর কথা নাই, আসুন তারই যোগাড়
করা যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(পুষ্পাঞ্চলে করিয়া নটীর প্রবেশ ।)

নটী। বেস, ইনি তো মন্দ নন্। আমায় ডেকে
আবার কোথায় গেলেন? পুরুষের মন পাওয়া ভার।
নারী জাতকে ঠকাতে পাশ্বে আর কস্মর নেই। তা যাক্
আমি আর খুঁজে বেড়াতে পারিনে। এই অবসরে
মালাটা গঁথে নেই।

(উপবেশন এবং মালা গাঁথিতে গাঁথিতে সঙ্গীত)

রাগিণী যল্লার—তাল আড়া ।

পাষণ সমান প্রাণ পুরুষ নিদয় অতি ।

মনে এক মুখে আর—ভিন্ন-ভাব অন্যমতি ॥

কত কথার কত ছলে, রমণীরে কত ছলে,

হাসি হাসি কত বোল বলে, মজায় অবলা জাতি ॥

নিত্য নব রসে মন, বসে মন আকিঞ্চন,

দ্বিপদ ষট্ পদ গুণ, কি হবে এদের গতি ॥

এই মালা নিয়ে আজ্ আমোদ কর'বো ।

(নটের প্রবেশ ।)

নট । প্রিয়ে ! সকলই তো বলেছি, আর ওদিকেও সকল যোগাড় করে এলুম । এখন আর বিলম্ব কি ; আর কথাই বা কি ?

নটী । না, আমার আর কোনো কথা নাই, আপনি যা মানস করেছেন, আমি কি আর তাতে কোন বাধা দেই ? দেখুন আমি মনের সাথে এই মালা ছড়াটি গেঁথেছি, এই হাতে ঐ গলে পরাব ব'লে বড় ইচ্ছা হচ্ছে ।

নট । (সহাস্যে) একবার তো পরিয়েছ, আবার কেন ?

নটী । (মৃদুহাস্যে) এও এক সুখ !

নট। প্রিয়ে! মালা তো পরালে এখন একটা গান
গাও।

নটী। আর কি গান গাইব? মনের কথাই বলি, কিন্তু
আপনি না ব'লে আমি ব'লবো না।

নট। তাতে আর ক্ষতি কি?

উভয়ের সঙ্গীত।

লক্ষ্মীয়ের সুর—তাল কাওয়ালি।

মরি দুর্বল প্রজার পরে অত্যাচার।

কত জনে করে করে জমীদার ॥

তারা জানে মনে, জমীদার বিনে,

নাহি অন্য কেহ দুঃখ শনিবার।

প্রজা কত সহ্যে, কিছু নাহি কহে,

মনে ভাবে এর নাহি উপায় আর ॥

জমীদার ধরে, জরিবানা করে,

মনো সাধ পুরে, নাশিছে প্রজার।

শুন সভ্যজন, করিয়ে মনন,

দেখাইব আজি অভিনয় তার ॥

(উভয়ের প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ।

(নেপথ্যে সঙ্গীত ।)

রাগিণী খায়াজ—তাল কাওয়ালি ।

ওরে প্রাণ, মিলন সলিল কর দান ।

যায় যায় যায় : প্রাণ, ওষ্ঠাগত হলো প্রাণ ,

বিনে প্রেম-বারি পান ।

মন প্রাণ সব সঁপেছি হেরে ও বয়ান,

তবে কেন হেন জনে হান প্রিয়ে বিষ বাণ ?





জমীদার-দপণ

নাটক।

দ্বিপাণী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কোশলপুর।



হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা।

(হায়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব আসীন।)

হায়। দেখেছো ?

প্র, মো। হুজুর দেখেছি।

হায়। কেমন ?

প্র, মো। সে কি আর ব'ল্‌তে হয়, অমন আর ছুটি
নাই !

হায়। কিন্তু তারি চালাক, কিছুতেই প'ড়ছে না !

প্র, মো । (সহাস্যে) সে কি ? সামান্য স্ত্রী লোক
কিছুতেই পড়েনা !

হায় । তোমরা বোধ কর সামান্য ; কিন্তু যতদূর আমি
বেড়িয়ে চেড়িয়ে দেখিছি, স্বভাব চরিত্র যতদূর জেনেছি,
তাতে বোধ হয় সেটা অসামান্য !

প্র, মো । অন্য লোভ কিছু দেখিয়েছেন ?

হায় । টাকার লোভ দেখিয়েছি, কত গওনার লোভ
দেখিয়েছি, কিছুতেই ভোলে না ।

প্র, মো । ওর স্বামীও তো এমন স্ত্রী পুরুষ নয়,
যে, তাতেই ভুলে রয়েছে ।

হায় । না, তাই বা কি ক'রে ? আবু মোল্লা নব কা-
র্ত্তিক ! বিধির নির্বন্ধ দেখ, চাষার হাতে গোলাপ্ ফুল,
একি প্রাণে সয় ?

“ হায় বিধি ! পাকা আম দাঁড়্ কাকে খায় । ”

প্র, মো । (ক্রোধে) কি আর বলবো ! যদি আ-
মার হাতে পড়ত তাহে দেখতে পেতেন কি কৌশলে
হাত কর্ত্তুম্ । সুত্ টাকাতেও হয় না, কথাতেও হয় না,
পায়ে ধ'র্মেও হয় না, হওয়ার আরও উপায় আছে ; এক
দিন—

হায় । আমি যে না বুঝি তা নয় । যে কাজ তাতে
জান্বেই পাচ্ছে । তার যদি আবার বলপূর্ব্বক করা হয়,

সে আরও অন্যায় । অর্থের লোভ দেখিয়ে কি অন্য কোনো কোঁশলে হ'লে সকল দিগেই বজার থাকে । আমি আজ মনে মনে যে কারিকুরি এঁচেছি, সেটা পরক'রে দেখে যদি না হয়, শেষে অন্য উপায়—

প্র, মো । কি এঁচেছেন হুজুর ?

হায় । একটা ভাগ ক'রে মোল্লাকে ধ'রে আনা যাক । এদিকে একটু নরম্ গরম্ আরম্ভ ক'রে ওদিকে কৃষ্ণ-মণিকে পাঠিয়ে দিই । সে গিয়ে বলুক যে তুমি যদি আজ সন্ধ্যার পর একবার বৈঠকখানায় গে দেখা কর, সব গোল চুকে যায় ।

প্র, মো । বেস যুক্তি হয়েছে হুজুর, বেস যুক্তি হয়েছে ! এখনই চা'র পাঁচ জন সর্দার পাঠিয়ে মোল্লাকে ধ'রে আনা যাক, তা হ'লে আজ রাত্রেই—

হায় । আজ রাত্রেই ?

প্র, মো । রাত্রেই—এখনি—

হায় । যে দিন্ তারে দেখিছি, সেই দিন্ হ'তেই সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান,—যেন উন্নত ! (কিঞ্চিৎ তাবিয়া) ওরে জামাল !

(সর্দার বেশ, জামালের প্রবেশ)

জামা । (সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান) হুজুর—

হায় । আর সকলে কোথায় ?

জামা । (ঘোড়হস্ত) সকলেই দেউড়িতে হুজুর ।

হায়। পাঁচ আদমি যাও, আবুকো পাকড় লাও,
আবি লাও।

জামা। যো হুকুম।

[সেলাম করিয়া প্রস্থান।

হায়। দেখা যাক্, ফাঁদ তো পাৎলেম! এখন কি
হয়; যদি এতেও বিফল হয়, তবে যা মনে আছে তাই!
(যুহুস্বরে) সাবেক আমল হ'লে কোন্ দিন কাজ শেষ
ক'রে দিতুম। তা কি বলবো, এখনকার আইন খারাপ;
মনের দুঃখ মনেই রয়ে গেল; তা দেখি যদি এতেও না
হয়, তবে——

প্র, মো। বোধ হয় এই বারেই হবে, আর অন্য চেষ্টা
ক'র্তে হবে না, এই বারেই হবে।

হায়। কৈ তা হয়? ক মাস হলো কত চেষ্টা করিছি,
কত হাঁটা হাঁটি করিছি, কৈ কিছুই তো হয় না! (দীর্ঘ-
নিশ্বাস)

প্র, মো! অধঃপাতে গেছেন! আপনাদের পূর্ব
পুরুষের মতন তেজ থাকলে এত দিন কবে হয়ে যেত!

হায়। ওহে! আমাদের তেজ না আছে এমন নয়,
আমরা যে কিছু না ক'র্তে পারি তাও নয়, তবে সে
এককাল ছিল, এখন ইংরেজী আইন, বিব-দাঁত ভাঙ্গা!

প্র, মো। সে রোজাও এদেশে নাই।

হায়। এক রকম সত্য বটে, আগে আগে আমরা

মপস্বলে কত কি করিছি, কার সাধ্য যে মাথা তুলে
একটা কথা বলে ? এখন পায় পায় জেলা—পায় পায়
মহুকুমা, কোণের বউ পর্য্যন্ত আইন আদালতের খবর
রাখে, হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুইটী, আর কমান্
লর মার্ প্যাচ্ বোঝে !

প্র, মো । ভুজুর যে কন্দি এ চেছেন, এতেই সব কাজ
সিদ্ধ হবে এখন—

(নেপথ্যে আজানু দান নমাজ পড়িবার পূর্বে কর্ণ-
কুহরে অঙ্গুলী দিয়া উচ্চৈশ্বরে)

“আল্লা হো আক্‌বার, আল্লা হো আক্‌বার, আল্লা
হো আক্‌বার, আল্লা হো আক্‌বার । আস্‌হাদো আন্‌লা
এলাহা এল্‌লেল্লা, আস্‌হাদো আন্‌লা এলাহা এল্‌লেল্লা ।
আস্‌হাদ আন্‌লা, মহামদার রছুলল্লা, আস্‌হাদ আন্‌লা
মহামদার রছুলল্লা । হাইয়ে আলাস্‌ স্‌লা, হাইয়ে আলাস্‌
স্‌লা । হাইয়ে আলাল ফলা, হাইয়ে আলাল ফলা ।

আল্লা হো আক্‌বার, আল্লা হো আক্‌বার । লা এলা
হা এল্‌লেল্লা ।”

হায় । নমাজের সময় হয়েছে, চল নমাজ পড়ে আসি ।
ততক্ষণ হারামজাদাকে ধরে আনুক । (গাত্রোস্থান)

[উভয়ের প্রস্থান ।

(পটক্ষেপণ ।)



(নেপথ্যে গান ।)

রাগিণী সিন্ধু—তাল জং ।

কুবাসনা যার মনে, তার উপাসনা কি ?

মনে এক, মুখে স্তম্ভু হরি ব'লে ফল কি ?

মধু-মাখা-বোল মুখে, গরল রয়েছে বুকে,

হেন ছদ্ম-বেশী তার অধর্ম্মেতে ভয় কি ?

সতীর সতীত্ব ধন, হরিবারে করে পণ,

মুখে বিভু-পদে মন, এদের, অন্তঃকালে হবে কি ?

 প্রথম অঙ্ক ।

 দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

 আবু মোল্লার বাহির বাটীর ঘর ।

(সর্দারগণ-বেষ্টিত দণ্ডায়মান আবু মোল্লা ।)

আবু । (কাতরস্বরে পাট জড়াইতে জড়াইতে)
 আপনারা বসুন, চাদর খানা নিয়ে আসি ; মনিব ডেকে
 ছেন, না গিয়ে বাঁচতে পারি ?

জামা । নেওয়াতী রাখ, রাখ তোর নেওয়াতী রাখ,

মান রাখতে পারিস্ একটু দাঁড়াই । নৈলে চল্ (গলাধাক্কা)

আবু । (সজ্জনদনে) দোহাই আপনাদের, চাদর খানা আনি ।° আমি কোমর খোলাই দিচ্ছি, অপমান ক'রোনা !

জামা । রাখ্ তোর চাদর, দিবি তো দে আগে দে ।

আবু । কিঞ্চিৎ কোমর খোলাই দিচ্ছি ।

জামা । দিচ্ছি কি ? ক টাকা দিবি ? আগে টাকা আন্, তবে ব'স্বে, তোর কথার ব'স্বে? তেরা বাৎ সে বায়ঠেগা ? চল্ । (গলাধাক্কা)

আবু । দিচ্ছি, এখনই দিচ্ছি ।

জামা । আন্ পাঁচ জনার কোমর খোলাই পাঁচ টাকা আন্, ব'স্ছি । তা না দিস্, ঘাড়ে হাত দিয়ে কান্ ম'ল্তে ম'ল্তে কাছারি মুখো ক'র্বো । (ঘাড় ধারণ)

আবু । দোহাই খাঁ সাহেবের, আমায় বে ইজ্জত ক'র্বেন না, আমি কোমর খোলাই টাকা দিচ্ছি ।

জামা । টাকা দিচ্ছি দিচ্ছি তো ক'ত খারই ব'ল্লি, টাকা আন্ না ।

আবু । আমি নিতান্ত গরিব (কোঁচার মুড়া হইতে এক টাকা এবং কাছার মুড়া হইতে এক টাকা, এই দুই টাকা লইয়া) আপনাদের পান্ খাবার জন্য এই দুটা টাকা ।

জামা। (মোজার হাতে সজোরে আঘাত করিয়া টাকা ভূমিতে নিক্ষেপ) বেটা কি টাকা দেনে আলা ! আমরা ভিক্ষা ক'র্তে এইছি ? দুটো টাকা নেব ? চল (ঘাড়ে হাত দিয়ে পাক দেওন এবং পৃষ্ঠে চারি পাঁচ টা মুষ্টি প্রহার)

আবু। দোহাই প্যায়দা সাহেব, আমি তাই দিছি, তাই দিছি !

(নেপথ্যে—(অন্তঃরাল হইতে স্ত্রীলোকের হস্তে তিন টাকা) ন্যাও আর কি ক'র্কে, যা বপালে ছিল তাই হলো।)

আবু। (হাত বাড়াইয়া ক্ষণকাল পরে) নেন এই পাঁচ টাকাই নেন ।

জামা। (টাকা হাতে করিয়া উপবেশন এবং সঙ্গীগণ প্রতি) ব'সো হে ব'সো ।

আবু। (তামাকু সাজিতে সাজিতে) আমিতো কোন অপরাধ করিনি, তবে এত জুলুম কেন ? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) সকলই আমার নসীবের দোষ, আমি কোন কথার মধ্যে যাইনে, কোন হের ফের বুঝিনে, (টিকায় কুঁ দেওন) কেউ চড়া কথা ব'লে কি দু ঘা মা'লেও পীঠে সই । দোষ ক'লেই সাজা হয়, তবে যখন সাজা আছি—তখন—সকলি নসিবের—(ডাবাঙ্কায় কলিকা চড়াইয়া দান) একালে যে যত সোজা হয়ে থাকে তার পাছে কাটি দিতে কেউ রেয়াত করে না । আমি ভাল জানিনে,

মন্দ জানিনে, আমার ওপর পাঁচজন প্যায়দা ! বাবা !
কাকের ওপর কামানের আওয়াজ ! (গাত্রোস্থান এবং
ঘোড়করে পশ্চিমদিগে কিরিয়া) এ আঞ্জা তুই জানিস !
আমি কার মন্দ করিনি, হাকিমেরই বা কি করেছি যে
হকনাহক মাচ্ছেন ? মাতীর হাকিমের কু-নজরে প'লে কি
আর বাঁচা যায় ? কথায় বলে “ রাজা বাদী, উত্তর
না দি ” আপনারা বসুন আমি চাদর খানা নিয়ে আসি ।

জামা । না, তা কখনই হবে না—এই ভাবেই কা-
ছারি নেষাব, যেমন আছ তেমনিই চল, হুকুম মত কাজ
ক'র্ত্তে হয়, এতো তোমার আমার ঘরাও কথা নয়, হুজু-
রের যে রাগ, তাতে যে কি হবে তিনিই জানেন আর
খোদা জানেন !

আবু । এমন ঘা'ট্ আমি কি করেছি ? আপনারা
কিছু শুনেছেন ?

জামা । আমরা তার কি শুন্বো ? গেলেই শুন্বে ।
চল । (সকলের গাত্রোস্থান)

আবু । তবে চল কপালে যা থাকে তাই হবে !

[সকলের প্রস্থান ।

(পটক্ষেপণ)



(নেপথ্যে গান ।)

রাগিনী ঝাঁঝট খান্ধাজ—তাল আড়াঠেকা ।

সুখী বলে কোন জন ?

অধীনতা পাশে বাঁধা যাদেরি চরণ ॥

ক্ষমতা হলোনা আর, করি পদ অগ্রসর,

দেখে আসি একবার, প্রেয়সী বদন ॥

দুজন দু হাত ধরে, লয়ে যায় জোর ক'রে,

কেহ মিছে রোষ ভরে, মারে অকারণ ।

দেখিলে চক্ষেরি পরে, কেমন প্রভুত্ব করে,

আনিতে দিলন! মোরে আমারি বসন ॥



প্রথম অঙ্ক ।



তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।



হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা ।

(হায়ওয়ান আলীর মোসাহেবদিগের সহিত তাম-ক্রীড়া ।

হায়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব এক দিকে ।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মোসাহেব অপর দিকে ।)

হায় । (তাম দেখিতে দেখিতে) বিন্তি পাই ?

দ্বি, মো । কি বড় ?

হায় । বিবী বড় ।

দ্বি, মো । প্রত্যেক হাতেই যে বিবী বড় ? আপনার নিকটে বিবীর বড় বাড়াবাড়ি দেখতে পাচ্ছি ! বিবী যে আর ছাড়ে না !

হায় । বিবী ছাড়ে বৈ কি, সাএবই ছাড়ে না ! খেলনা । দেখুন দেখি সেই বিবীর জন্যে কত খানা হয়ে যাচ্ছে, কৈ একবারও সাএবের পানে ফিরেও তাকায় না ! রঙের দশ আমার ।

দ্বি, মো । আপনি তাকে যথার্থ ভাল বেসে থাকেন, সেও ভাল বাসবে ; এতো চিরকালই আছে, মনে মনে যে যাকে ভাল বাসে সেও তাকে ভাল বাসে ।

হায় । সে যথার্থ, কিন্তু আমার ভাই কিছুতেই বি-

খাস হয় না । যার জন্যে একবারে আহাৰ নিদ্রা ত্যাগ, পূৰ্ণ যে বড় ভালবাসার ছিল, তাকেও আর দেখতে ইচ্ছে করে না । ব'লুবো কি, জিয়ন্তে মরার যাতনা ভোগ ক'ৰ্ছি । অদৃষ্টের এমন দোষ যে সে আমার নামও শুন্তে পারেনা ! কাবার বিস্তি ।

দ্বি, মো । (তৃতীয় মোসাহেবের প্রতি) দেখে খেলছে দেখে খেল । গোচ বড় ভাল নয় ।

প্র, মো । কাবার ইস্তক ।

দ্বি, মো । তবে ঠ'ক্লেম ।

তু, মো । কাজেই, ওঁদের পড়তা পড়েছে, পড়তা প'লে এই হয় । (গান) “ পড়তা ছিল ভাল যখন, ফি হাতে হন্দর তখন, মেরে তাস করিতাম হত লো ! ” এই টেকা, হাতের পাঁচ আমার । ৬

হায় । হাতের পাঁচ নিলে কি হবে, ওদিগে যে চা'রু-কুড়ি সাত দেখাতে হবে । আর এই বারেই পঞ্জা (প্রথম মোসাহেবের প্রতি) ওহে এক খান কাগজ ধর । (তাস একত্র করিয়া সম্মুখে ধারণ) কাটুন দেখি ।

দ্বি, মো । (ইস্ত বাড়াইয়া) এই নিন গোলাম কেটেছি, আর পাল্লেম না, গোলামেই সব হবে ।

হায় । কি হবে ? এত ভয় কেন ?

দ্বি, মো । আবার ভয় কেন ? সব হবে—গোলামেই সব হবে ।

হায় । ওহে ! আমরা সাথে জিৎছি, আমাদের যাত্রা
তাল ; ওদিগের খবর শুনেছ তো ?

দ্বি, মো । কতক কতক ! কৈ এতক্ষণও যে আনছে
না ? বোধ হয়, পালিয়েছে ।

হায় । পালাবে কোথায় ? একটু ব'সোনা, এখনই
দেখতে পাবে ।

তু, মো । দেখবে, এই দেখ (তাস নিক্ষেপ) হন্দর
হয়েছে !

হায় । এমন সময় এমন কাজ ক'ল্লে ? হাতে না
তুলতেই হন্দর—

প্র, মো । (দূরে সর্দারগণকে দেখিয়া)—ঐ আবুকে
আনছে ।

হায় । (তাস বাঁটিতে বাঁটিতে) চুপ কর, ওদিকে
তাকিও না—এই বারে খেলাটা হয়ে যাক ।

(সর্দারগণ-বেষ্টিত আবুর প্রবেশ)

আবু । (সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান)

জামা । হুজুর !—আবু হাজির ।

হায় । কাঁহা হায় ? পকাশ ! (হেঁট মুখে সজ্জাধে)
অরে আবু ! তুই জানিস, আমি তোর সব ক'র্ত্তে পারি ?
তোর ভিটেয় ঘু ঘু চরাতে পারি ?

আবু । (ভয়-কাতর-স্বরে) হুজুর ! আপনি সব

ক'র্ত্তে পারেন ; আপনি রাজা ;—জান্ জাহানের মালিক ; মা'জ্জেও মা'র্ত্তে পারেন, রাখ্লেও রাখ্তে পারেন !

হায় । তোর এত দূর আশ্পর্কী ? আমার সঙ্গে অকৌশল ? তুই ভেবেছিস কি ? আমি তোকে সোজা ক'র্কোই ক'র্কো ! কাবার পঞ্চাশ—জামাল ! হারামজাদসে পচাশ রোপেয়া, জ'র্বানা আদা কর্ ।

জামা । যো লুকুম ।

আবু । (যোড়করে) হুজুর ! আমি কি ঘা'ট করেছি ?

হায় । চোপ্ৰাও হারামজাদ ! আব'তাকু হামরা সাম্নে যুখোলকে বাৎ কাহতাহায় ! আভি লেজাও, লেজাও, (ক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে) ঘটে'কাদার মিয়ান রোপেয়া আদা কর্ ।

জামা । (মোজ্জার হাত ধরিয়া টান) চল্ ।

আবু । খোদাবন্দ আমার মাপ করুন ।

হায় । মাপ ক্যা, এহঁ মাপ হায় নাই । জামাল ! ওকে চোদ্দ পোয়া ক'রে মাথায় ইট চাপিয়ে দে, তা না হলে ও ন্যাকা কখনও টাকা দেবেনা !

জামা । (চোদ্দ পোয়া করণ)

আবু । খাঁ সাহেব আমার মাথায় ই'টই দেন, আর আমার কবরেই দেন, আমার দিয়ে এত টাকা হবেনা, বাড়ী ঘর ছেড়ে দিলুম, বেচে নিন্ ।

হায় । হারামজাদ্ ! আমি তোঁর ঘর বেচবো ! তুই যেখানথেকে পারিস্ টাকা এনে দে (সর্দারগণের প্রতি)
আরে তোঁরা এখনও ওর মাথায় ইট দিলিনে !

[একজন সর্দারের প্রস্থান ।

আবু । হুজুর ! আমি বড় গরিব, কুপুষি গলায়, বিষয় আশয় হুজুরের অজানা কি ? এত টাকা কোথেকে ষোটাই ? দোহাই খোদাবন্দ ! মাপ্ করুন !

প্র, মো । কেন ? তোমার কুপুষি এমন কে ?

দ্বি, মো । আরে জাননা, ছোটলোকের ঘরে যার একটু সুন্দরী বিবী, তার এক পুষিতেই একশ ! নিত্যা নতুন ফরমাস্—নিত্যা নতুন আব্দার !

প্র, মো । ওর বিবী বুঝি খুব খুপসুরৎ ?

দ্বি, মো । উরির মধ্যে !

হায় । তবে অবিশ্বি টাকা দিতে পার্বে ! তার গয়নাই থাক্, নগদই থাক্, আর যার কাছ্ থেকেই হ'ক্, টাকার তার অভাব কি ?

(ইট লইয়া সর্দারের প্রবেশ)

হায় । দে ওর মাথায় চাপিয়ে দে !

(সর্দার কর্তৃক আবুর মাথায় ইট দেওন)

আবু । দোহাই সাহেব ! আর সয়না, আমার ছেড়ে দিন্, আমি বাড়ী গে ঘটা বাটা যা থাকে বেচে এনে

দিছি । হুজুর ! কপালে যা ছিল, তাই হ'লো ! আমার কোনো পুরুষেও এমন অপমান হইনি ! এর চেয়ে মরণই ভাল !

হায় । চোপরাও, চোপরাও (মোসাহেবগণ-প্রতি)
কি বল আর খেলবে ? না আর কাজ নাই । (চ, মোসা-
হেবের প্রতি) আপনি একটা কথা শুনে যা'ন্ ।

চ, মো । (নিকটে গিয়া) বলুন ?

হায় । (কানে কানে প্রকাশ) এখনই যা'ন্, আর
বিলম্ব ক'র্কেন না, গিয়েই পাঠিয়ে দিবেন !

চ, মো । যাচ্ছি ।

হায় । যদি স্নু-খবর আস্তে পারেন, তবে গাল ভ'রে
চিনি দেব !

আবু । (চতুর্থ মোসাহেবের প্রতি চুপে চুপে) কর্তা !
আমার জন্যে একটু—আমি আপনারে (পাঁচ অঙ্গুলি
প্রদর্শন) দেব ।

চ, মো । (হায়ওয়ান আলীর নিকট যাইয়া চুপে
চুপে) আবু কি ততক্ষণ এই অবস্থায় থাকবে ? ও অব-
স্থায় রাখা আমার বিবেচনা হয় না ।

হায় । (মৃদুস্বরে) আচ্ছা, আপনি ওর জন্যে
উপরোধ করুন, আপনার আসা পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখতে
হুকুম দিছি ।

চ, মো । (প্রকাশে) দেখুন হুজুর ! আবু আপনারই

প্রজা, ওর ক্ষমতা কি যে আপনার অবাধ্য হয় ? এখানে ওকে এপ্রকার কষ্ট দিলে তো টাকা আদায় হবেনা, জামিন নিয়ে ছেড়ে দিন, টাকার যোগাড় ক'রে নিয়ে আসুক।

হায়। তা'হবেনা ; আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারি না ; তবে আপনি ব'লছেন, এ অবস্থায় না রেখে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল দেউড়িতে কয়েদ থাকুক, সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা মনে আছে তাই ক'রো, তখন আর কারো উপরোধ শুনবো না !

চ, মো। আপনি সব ক'র্তে পারেন। আমার কথায় যে এই ক'ল্লেন, ইতেই কৃতান্ত হ'লেম।

[প্রস্থান ।

হায়। জামাল ! আবুকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখ।—সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা ক'র্তে হয় ক'রবো ! এখন দেউড়িতে নে যা।

[জামাল, আবুমোল্লা এবং

সর্দারগণের প্রস্থান ।

দ্বি, মো। আমি এ ঠার ঠোর কিছুই বুঝতে পারি নাই।

“ নীতা নাড়ে অঙ্গুলি, বানরে নাড়ে মাথা ।

বুঝিতে না পারি নর বানরের কথা ! ”

হায়। বুঝবে কি, আজও যে গাল টিপলে দুধ পড়ে ।

দ্বি, মো। দুধ পড়ুক তাতে ক্ষতি নাই, ছজুর কিন্তু বুঝে চ'লবেন, শেষে চক্ষের জল না পড়ে! তখন আর ঠারে ঠারে বলা চ'লবে না!

“ ঠারে ঠারে উনিশ বিষ দাদার কড়ী ”—

পাঁচ ঘটাতে সকলে পারে, কিন্তু ম্যাও ধরবার সময় কেউ নাই।

হায়। (মুখের উপর হাত নাড়া দিয়া) অধিকারী মহাশয় চুপ ককন, আপনার আর ছড়া কাটাতে হবে না!

দ্বি, মো। চুপ ক'ল্লেম বটে, কিন্তু আমার ভাল বোধ হ'চ্ছে না। যাই ককন, আগে পাছে বিবেচনা ক'রে ক'রবেন।

হায়। সে জন্যে আপনাকে বড় ভাবতে হবে না। আমি আপনার চেয়ে ভাল বুঝি—চল আড্ডায় যাওয়া যাক।

দ্বি, মো। গুলীতে যে হাড় কালী হয়ে চল্লো!

হায়। চুপ্ কর হে চুপ্ কর; বেশী ব'কোনা, মাথা ঘুরবে।

[সকলের প্রস্থান।]

(পটক্ষেপণ)



দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

আবু মোল্লার অন্দর বাড়ী ।

(নুরগেহার ও আমিরণ আসীন ।)

আমি ! (কাঁথা সেলাই করিতে করিতে) আর কাঁদলে কি হবে, জনীদারের হাত কখনও এড়াতে পা'র্বে না, টাকা দিতেই হবে ।

নুর । পঞ্চাশ টাকা কোথা পাব ? আজ যে ক'রে প্যারদার কোমর খোলাই পাঁচ টাকা দিয়েছি, তা আর কি ব'ল্‌বো । আর একটা পয়সারও ফিকির নাই, জিনিস পত্র ঘর করেকথানা বেচলে কিছু টাকা হতে পারে, তা এ অবস্থায় কেই বা কিস্তে সাহস করে ? টাকা না দিলেও তো রক্ষা নাই । আমি কি ক'রবো ? এত টাকা কোথা পাব ? তিনি কাছারিতে আটক ঐরলেন, আমি মেয়ে লোক কোথা থেকে এত টাকা দেব ? গরিব ব'লেও কি তাঁর দয়া হ'লো না ? পঞ্চাশ টাকা একসাথে তো আমরা কখনও চক্ষেও দেখি নাই । আজ্ আর কোথা হতে দেব ?

আমি । না দিয়ে কি আর বাঁচবে ? জরিমানা না দিয়ে যে অন্য কোন হাকিমের মাটীতে পালাবে, মনের কোণেও সে কথা ঠাঁই দিওনা !

নুর । পালাব ! সেতো পরের কথা, রাত্রে যে তাঁকে কত কষ্টদেবে, কত মা'রই মার্ক্বে, কত বারই যে খাড়া ক'র্বে, আমার সেই কথাই মনে প'ড়ছে ! তাঁর হাতে একটি পয়সাও নেই (রোদন) টাকার জন্যে তাঁকে মেরে মেরে একবারে খুন ক'রে ফেল্বে ।

আমি । মাটীর হাকিমে মেরে ফেল্লে তুমি কি ক'র্বে ? তার নামে তো আর সাএবদের কাছে নালীস ক'র্ত্তে পা'র্বেনা ? নালীস ক'ল্পে এই হবে, এক দিনে তোমার ভিটেয় পুকুর ক'রে দেবে ! জমীদারের সঙ্গে কার কথা ? সে কি না ক'র্ত্তে পারে ?

নুর । পারেন ব'লেই কি একেবারে মেরে ফেল্বেন ? এই কি জমীদারের বিচের ? জমীদার বাপের সমান, কোথায় প্রজার ঘন প্রাণ মান রক্ষে ক'র্বেন । ওমা ! তা গেল মাটী চাপা ! উন্টে দিনে ডাকাতী !

আমি । চুপ্‌কর চুপ্‌কর, ঐ কেঞ্চমণি আস্ছে, যদি কিছু ওর কানে গে থাকে, তবে এখনই ব'লে দেবে । মাগো, ও তো সামান্য মেয়ে নয় !

নুর । তাই তো ও আবার আস্ছে কেন ? ওকে দেখলেই যে আমার প্রাণ উড়ে যায় !

(ঝোলা কক্ষে, ঘাটী হস্তে কৃষ্ণমণির প্রবেশ)

কৃষ্ণ । “ জয় রাধে কৃষ্ণ বল মন ! ” মা ভিক্ষে দেও গো ! ওমা তোমায় আজ্ এমন দেখছি কেন গা ? কেঁদে কেঁদে দুটো চ’ক যে একেবারে রাঙা ক’রেছ, ওমা একি গো ?

আমি । ও ম’রে গেছে, ওকি আর আছে ! মোল্লাকে যে কাচারি ধ’রে নে গেছে, তুমি শোন নি ?

কৃষ্ণ । দুই চ’কের মাথা খাই মা, আমি কিছুই শুনিনি ! ধ’রে নিয়ে গেছে ? সে কি ? কেন আবু তো দোষ করবার লোক নয় !

আমি । সুদু ধ’রে নিয়ে গেছে ! ধ’রে নিয়ে পঞ্চাশ টাকা জরিবানা হেঁকেছে, আরও কত অপমান ক’চ্ছে, টাকার জন্যে মাথায় ইট দিয়ে খাড়া ক’রে নাকি রেখেছে ! এদের তো ঘর কুড়ুলে পাঁচটা পরসা বেরোয়না, অত টাকা কোথা পাবে ? এই কি হাকিমের বিচের ?

কৃষ্ণ । (কিষ্কিৎ ভাবিয়া) আহা হা, এত করেছে ! হা কৃষ্ণ ! কি ক’র্বে বাছা, জমীদার দণ্ড ক’ল্লে আর বাঁচবার উপায় নেই । টাকা দিতেই হবে—জমীদার টাকা নেবার জন্যে ধ’ল্লে আর এড়ান নেই । তবে তাকে ভয়ও ক’র্তে হয়, তার কথাও শুন্তে হয়, জমীদার আস্ত বাঘ !

নূর । দুর্জনেকে সকলেই ভয় করে ! এই কি তাঁর বিবেচনা ? আমাদের দিন চলাই দায়, কোন কোন দিন উপোস ক’রেও কাটাতে হয়, এতে যে, বিনি দোষে এত .

টাকা জরিবানা ক'ল্লেন, কোথেকে দেব ? ঘর দোর ঘটী বাটী বেচলেও তো পঞ্চাশ টাকা আর অর্ধেক হয় না । দেখ দেখি বাছা এ তাঁর কেমন বিচের ? হাকিমের এমন ক'রে অবিচারে মা'ল্লে আর কার কাছে দাঁড়াব ? এর পর যদি হাকিমের পর হাকিম থাকতো তবে এর বিচের হতো ।

রুক্ষ । ওমা ! হাকিম থাকলে ক'র্তে কি ? জমীদারের হাত ক'দিন এড়াবে ? হাকিম তো আর সকল সময় কাছে ব'সে থাকবেন না ! জমীদার যখন মনে ক'র্বে তখনই ধ'রে নিয়ে জরিবানার টাকা আদায় ক'র্বে । মা ! বেলা গেল আর থাকতে পারিনে, একমুঠো ভিক্ষে দেও যাই, আর কি ক'র্বে মা ! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

নূর । (ভিক্ষা আনিতে গমন)

রুক্ষ । (পশ্চাৎ যাইয়া দ্বার দেশে দণ্ডায়মান)

নূর । (ভিক্ষা আনিয়া ভিকারিণীর ঘটীতে দান)

রুক্ষ । (ভিক্ষা লইতে লইতে) চুপে চুপে শুন মা ! জমীদারের হাত কখনও এড়াতে পার'র্বেনা, আমি শুনিছি তোমার জন্যে একেবারে পাগল । দেখ মা এক মাস হ'লো তোমার পাছেই নেগে আছে, তুমি মনে ক'ল্লে সব মিটে যায় !

নূর । (সক্রন্দনে) আমি আবার কি মনে ক'র্বে ?

রুক্ষ । আর এমন কিছু নয়, আজ্ রাত্রে যদি তাঁর

বৈঠকখানায় যেতে পার, তা হ'লে যত রাগ দেখুছো একেবারে জল হয়ে যাবে! তুমি উণ্টে আবার তার ডবল টাকা ঘরে আনবে পা'র্কে ।

নুর । আমি বৈঠকখানায় যাব মাসি ? (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) এত কাল পরে তুমি আমার এই কথা বললে ? তাঁর কি এমন কর্ম করা উচিত ? অধীনে আছি ব'লেই কি এমন অধর্মের কাজ ক'র্ষেন ? এই কি তাঁর ধর্ম ?—এ বড় দারুণ কথা, আমা হতে এমন কর্ম হবেনা ! তিনি যা কখন, তা কখন, প্রাণ থাকতে আমা হতে এমন কুকাজ হবে না—আমি বৈঠকখানায় কখন যেতে পা'র্কো না । যদি বড় পেড়াপীড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্কো !

কৃষ্ণ । (জিব কাটিয়া) সেওতো ভদ্র সম্ভান, তায় আবার জমীদার, একথা কে শুনবে ? কেউ জানবে পা'র্কে না ! জানলেও কার ছুটো মাথা এ কথা মুখে আনে মা ! তুমি রাজার রাজ-রাণীর মত সুখে থাকবে ! দেখ জমীদার, সে কি না ক'র্তে পারে ? তোমায় ধ'রে নিয়ে যেতেও তো তার ক্ষ্যামতা আছে ! জব্রাণ্ ক'ল্লেও তৌ ক'ন্তে পারে ! সে যখন পণ ক'রেছে, তখন ছাড়বে না, কখনই তোমায় ছাড়বে না ! তবে কেন অপমানে কুল্ মজাবে ? মান্ থাকতে আগেই গিয়ে তাঁর কাছে কাতর হয়ে পড়, আদর পাবে ! তিনি যা বলেন তাইতে রাজি হওগে মা !

তুমিই যে একা একাজ ক'চ্ছে তা তো নয় ; জমীদারের নজরে পড়ে অনেক কোণের বউ পজ্জন্ত এ কাজ করেছে ; চৌধুরীদের কথা শোননি ? ওমা ! তারা আস্ত ডাকাৎ ! পাড়া পড়সী জ্ঞাত্ কুটুম পেজার ঘর ক্লাউকেও ছাড়ে নি । যার ওপর নজর করেছে তারির মাথা খেয়েছে ? কৈ কে তার কি করেছে ? যে তার অবাধ্য হয়েছে, তার ভিটে মাটি একেবারে উল্কুড় উটিয়ে দিয়েছে ! যা আমি তোমার ভালর জন্যেই ব'লছি, মানে মানে থাকাই ভাল, শেষে মানও যাবে আর জাস্তেই পাচ্ছে— বুঝেছ—

নূর । বুঝেছি সব, কিন্তু সে কাজ আমি পার্বোনা, জান্ থাকতে তো নয় ! আগে আমার খুন্ ককন, তার পর যা ইচ্ছে তাই ক'র্বেন ! (ঘৃণা ও বৈরতির দৃষ্টিতে শশব্যস্তে গমনোদ্যতা)

কৃষ্ণ । দাঁড়াও না শু—

নূর । আমি শুন্বো না (আমিরণের নিকটে গমন)

কৃষ্ণ । শুন্লেনা, শুন্লেনা, আচ্ছা যাই আগে, যাঁ সাহেবের কাঁছে এই সতীপনার যা শোনাতে হয়, তা হবে অকন ! শেষে জাস্তে পার্বে আমি কেমন কৃষ্ণমণি ! ”

[সক্রোধে প্রস্থান ।

‘ আমি । কৃষ্ণমণি হাত মুখ নেড়ে কি ব'ল্ছিল বউ ?

নুর । তোমার আর শুনে কাজ নেই । সে কথা আর মুখে আন্বো না, ছি ছি বড় মানুষের এই আচরণ !

আমি । কি কথা, বলনা শুনি ?

নুর । তবে শোন । (কানে কানে প্রকাশ)

আমি । (গালে হাত দিয়া) এমন ! তা হবেই তো ; ওরা ছাগলের জাত্!—পর্য্যন্ত পার পায় না, তুমি আমি তো ছার কথা ! ব'লতেও নজ্জা করে ব'ন্, শুন্তেও নজ্জা ! ওদের মেয়ে মানুষ দেখলেই চ'ক টাটায়, জমীদার হলেই প্রায় এক খুরে মাথা মুড়নো ! কেউ চিরকাল বাইরে বাইরে কাটাচ্ছেন, ঘরের খবর চাকরেরাই জানে ! যেখানে যান সেই খানেই মরেন, এক দিনের জন্যেও ছেড়ে থাকতে পারেন না । বাই ! বাই ! বাই ! বাই বই ছুনিয়াতে তাঁদের যেন আর কেউ নাই ! এঁরাই আবার বড় লোক ! সাএবদের কাছে ব'সতে পান্, কত খাতির হয়, তাতেই আরও ন্যাজ ফুলে ফুলে ওঠে ! সৎকাজের বেলা এক পয়সা মা বাপ ! কিন্তু ওদিকে ক'ম্পতক ! চুল পেকেছে, দাঁত প'ড়েছে, মুখের চামড়া টিল হয়েছে, কিন্তু স'ক্ এম্নি দাঁত পড়া বায়্লের মতন এখনও জিব্ লক্ লক্ করে । সেই বাজা'রে মেয়ে গুনো এসে কত নাঙ্কনা দিয়ে যায়, তবু নজ্জা নেই ! কিছু দিন খাবার পরবার নোভে থেকে বেশ দশ-টাকা হাত ক'রে মুখে চুণ কালী দিয়ে চ'লে যায় ;

আবার বেদিনী, যুগিনী, চাঁড়ালনী, কলুনী, চা'র জেতের চা'র জনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড় বয়েসে রক্ষ ক'চ্ছেন ; কেউ ঘরের বাইরে রঙ্গিনী নে উন্নত ; কেউ ঘরের দিকি স্ত্রী ফেলে পাড়াতেই কাল্ কাটাচ্ছেন । তা ব'ন্ এদেশের জমীদারদের অনেকের দশাই তো এই ! তা ব'লে আর কি ক'র্ষে বল ? যে গতিকে পারে ; তোমার মাথা খাবেই খাবে ! তা এখন চল, ওদিকে—

নূর । ওদিকে আর তুমি কি ব'লবে ভাই । (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমি আজ বুঝিছি । আজ মাসাবধি লোকেব দ্বারায় কত রকমের কথার ঠারে কত লোভ দেখাচ্ছে । খাঁসাহেবও বিকেলে সন্ধ্যার পর মিছি মিছি শীকারের ছুতো ক'রে বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । আমি আজ সকলি বুঝিছি । আমি যা যা বলিছি, বোধ হয় কক্ষমনি তার দ্বিগুণ বাড়িয়ে ব'লবে, আমার কি হবে ? আমি কোথা পালাব ? এখনই যদি আমাকে ধ'রে নিয়ে যায়, তবে আমার কি দশা হবে ? কার কাছে গে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাব ? এমন কি কেউ নেই ?

(পটক্ষেপণ ।)



(নেপথ্যে গান ।)

রাগিণী বাগলী—তাল আড়াঠেকা ।

আঁর, কে আছে আমার ?

এ দুঃখ পাথারে কেবা হবে কর্ণধার ?

যে তারিবে এ দুস্তারে, নিজে সে ভাসে পাথারে,

না হেরি সে প্রাণেশ্বরে, বুরি অনিবার ।

আমরি আমারি লাগি, প্রাণকান্ত দুঃখ ভাগী,

বিপক্ষ হলো বিরাগী, না দেখি নিস্তার !

শুনেছি ভারতেশ্বরী, দুষ্ক জন দণ্ডকারী,

তবে, মাগো কেন হেরি, হেন অবিচার ?



দ্বিতীয় অঙ্ক ।



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।



গুলির আড্ডা ।

(হাওয়ানআলী, মোসাহেব চারিজন এবং একজন
গুলিখোর আসীন ।)

হায় । ওহে ব'সো ব'সো, কেবলই টা'নছো, ছু একটা
গম্প চলুক ।

তু, মো । হুজুর ! গোঁরী নদীর পুল বেঁধেছে—

প্র, মো । বেঁধেছে বটে, তার ওপরে কলের গাড়িও
চ'লছে বটে, কিন্তু—

তু, মো । (সক্রোধে) কিন্তু আবার কি ?

প্র, মো । (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) সে পুল
টেঁকবেনা ; দুমাস পরেই হ'ক, আর ছমাস পরেই হ'ক,
ভেঙে প'ড়বেই প'ড়বে । যত বেটারা গাড়ীর মধ্যে
থেকে উঁকি মেরে হাত নাড়া দিয়ে চ'লে যায়, তারা
গোঁরির জল খাবেই খাবে ! গোঁরি তাদের খাবেনই
খাবেন !

হায় । নাহে না, ভাংবে না । শুনিছি ভারি ভারি
'লোহার খাম পুতেছে ।

প্র, মো । হুজুর খাম পুৎলে কি হবে ? ওদিকে যে,
গোড়া নড়ব'ড়ে—

হায় । নড়ব'ড়ে, কি রকম ?

প্র, মো । 'শুনিছি পদ্মার কাছে গৌরী গিয়ে নানিস
করেছিল যে পুলের ভার আর সৈতে পারিনে, তাতে
পদ্মা বলেছেন যে লেসলী সাহেব পুল বেঁদে বেলাত
মুখো হ'ন, আমি এক দিনে ভেঙে চুরে একবারে কুমার-
খালী গিয়ে ধ'রোঁ ।

হায় । এতো শুন্লেম । জোৎদার বেটারা ঋষ্টান
হবে বলে পাদরি সাএবের কাছে গিয়ে প'ড়েছিল,
তার কি হয়েছে ?

প্র, মো । হুজুর ঋষ্টান হওয়া মিছে মিছি । ঋষ্টান
হওয়া ওদের কাজ নয় । তবে যে গিয়ে ছিল, সে কোন
কাজ পাবার লোভে । ওদের দলের যিনি কর্তা, তাঁর
কোন মতেই বিশ্বাস নাই । আসলে যদি ধরেন, তবে
তারা সেই এক রকমের লোক । ভাল মানুষ হলে
স্বভাব চরিত্র ওরকম হতোনা । দেখতে সেই লাঙল
ঘাড়ে চাচাদের মত দেখায় ! মুসলমানের আবার আচার
ব্যভার ? ধর্ম কিছুই নাই—ব'লতে কি, তারা কোরাণ
কেতাব কিছুই মানে না, কোন বিদ্যার ধার ধারে না,
কেবল বড়াই ক'রে বাড়ীর ভেতরে মেয়েদের সামনে
অপরের নিন্দে ক'র্তে মজবুদ ।

হায় । আমি জানি ওদের দলের যিনি কর্তা তিনি সকল বিষয়েরই কর্তা !

প্র, মো । হুজুর ! কুঠীর কর্তা সাহেব একবার কর্তার বড় কর্তামী বা'র ক'রে ছিলেন । মাথায় ইট চাপানো পর্য্যন্ত বাকি ছিলনা । ওরা—

“ যখন দেখে অঁটা অঁটি,
তখন কেঁদে কেটে ভেজায় মাটি ! ”

তার পর অমনি চ'ক উন্টে ব'লে ফেলে, তো তো তো তোমি কেডা হে ?

হায় । সে কথা থাক, আন্দ বিশ্বাসের মকদ্দমার কি হলো ?

প্র, মো । সে কথা আর কি ব'লবো ? কলিকালে সকলই গেল । রমজানের টাঁদে রোজা রেখে মস্ত মস্ত কাঁচা পাকা দাড়ি ওয়ালা সাএবরা তস্‌বি টিপ্তে টিপ্তে হলফ প'ড়ে হাকিমের সামনে মিছে কথা কৈলেন, শুনে অবাক্ হয়েছি, যে এ বাবাজিদের অসাধ্য কিছুই নাই !

হায় । তা তো কৈলেন, তার পর ?

প্র, মো । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) এখন যেমন আইন, তেমনি আদালত, টাকার জোরে কি না হয় ? ডিস্‌মিস্ 'হয়েছে ।

হায় ! বেস হয়েছে ! ভদ্র লোকের জাত বাঁচলো !
শুনেছিলেম, এ মকদ্দমায় বড় জোগাড় হয়েছিল ।

প্র, মো ! জোগাড় ক'ল্লে কি হবে ? অমন বিচক্ষণ
হাকিমকে কি কেউ ঠকাতে পারে ? হুজুর আর এক
কথা শুনেছেন ? হিঁদুদের নিকে হ'চ্ছে !

হায় ! শুনিছি । আমাদের সঙ্গে কি হিঁদুর মেয়ের
নিকে হতে পারে না ? না বাবা ? তার কাজ নাই, পাব-
নায় সে দিন রাঁড় ক'নে আর তার বরকে বাসর ঘরেই
পাড়ার হিঁদুরা জুটে পুড়িয়ে ফেলুছিল, ভাগিগস হরিশ
ডাক্তার ছিল তাই রক্ষে হলো ! তবেই তো বাবা !
একেবারে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে !

প্র, মো । সে কথা যাক্, এদিগের কি হলো ?

হায় ! আজ যে জোগাড় করেছি, তাতো শুনিইছ ?

প্র, মো । হুজুর আমি শুনিছি, সে নাকি গর্ভবতী
আছে ।

হায় ! নাহে না, সে কোনো কাজের কথা নয় ।
ওকথা শুনলেম না, আমি কা'লুও দেখিছি, ওসব ভো
কথা ! আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে মিছি মিছি একটা
রটনা ক'চ্ছে, আমি তাইতেই প্রায় ভুলে গেলেম আর
কি ! এ কি ছেলের হাতের পিঠে !

প্র, মো । (হেঁটমুখে) আপনি দেখেছেন, তাতে

কোনো কথাই নেই, কিন্তু আমি বেশ শুনেছিলেম,
যে সত্য সত্যই গর্ভবতী !

হায় । হ'কুতায় ক্ষতি কি ?

(চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ)

হায় । চালাকদাস ! খবর কি ? গাল ভ'রে চিনি
দেব, না ছুটো ছিটে টানবে ?

চ, মো । (কঁজ হইয়া অঙ্গুলি নাড়িয়া) ছিটে ফো-
টার কাজ নয়, (নিশ্বাস-ত্যাগ) সব দক্ষ রক্ষা—

হায় । সে কি ? একেবারেই যে শেষ ব'ল্লে ? ব্যাপার
খানা কি ?

চ, মো । কোন মতেই না ! সে হাত্ মুখ নেড়ে কত
কি ব'ল্লে । আরও ব'ল্লে, এদের উপর হাকিম থাক্তো,
তা হলে এর শোধ নিতেম । কি আশ্চর্য্য ! মেয়ে মানুষের
এমন কথা ! কৃষ্ণমণি আরও অনেক ব'ল্লে, সে কথা
এখন ব'ল'বো না, আর এক সময় শুন্তে পাবেন !

হায় । কি ? তার স্বামীকে এনে কানমলা, নাকমল
দিচ্ছি, খাড়া ক'রে রেখেছি, আর তার এত বড় আ-
স্পর্দা ! 'মেয়ে মানুষের এত হেয়ত ! হাকিম দেখায় !
আমাকে ! তবে এর প্রতিফল এখনই দিচ্ছি ! আর
ব'ল'তে হবে না, আমি সব বুঝতে পেরেছি । আপনি
সর্দারদের ডাকুন ।

[চতুর্থ মোসাহেবের প্রস্থান ।

প্র, মো। আপনার উপরে হাকিম দেখাতে চায়,
এতদূর বুকের পাটা! আমি——

হায়। এখনি তারে হাকিম দেখাচ্ছি! বড় সতী
হয়েছে! সতীপনা এখনই মালুম পাওয়া যাবে!

(জামাল, কামাল ও চতুর্থ মোসাহেবের
প্রবেশ।)

জামা। (সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান)

হায়। দেউড়িতে যত সর্দার আছে, সব জাও।
মোল্লাকো জব্বকো পাকড় লাও। মোল্লাকে ছেড়ে
দেও! আমি মোল্লা চাইনে, নুরমেহার চাই!

জামা। হুজুর! আমরা চাকর, যে হুকুম ক'র্কেন, তা
মিল ক'র্কোই। কিন্তু শেষে যেন মারা না যাই।

হায়। তোমাদের কি? এর জন্যে যদি আমার
সর্বস্ব যায়, তাও স্বীকার! নুরমেহার কেমন সাচ্চা
দেখবো! আর বিলম্ব ক'রোনা, এখনই যাও, আর সহ্য
হয় না। কি? মেয়ে মানুষের এত বড় কথা! "

জামা। হুজুরের হুকুম, চ'ল্লেম!

[সেলাম পূর্বক জামাল কামালের প্রস্থান।

হায়। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আর ভাবলে কি হবে,
যা অদৃষ্টে থাকে তাই হবে! (তু, মোসাহেবের প্রতি)
ওহে টাননা?

তু, মো । (গুলি টানিতে আরম্ভ)

ও, খো । (আগুন দিতে অগ্রসর)

হায় । স্নুহু স্নুহু টান্ ! কেউ একটা গান ধর না—

তু, মো । আচ্ছা এই ছিটে টা ওড়াই ।

ও, খো । কর্তা আমি সারা দিন কিছুই খাইনি ।

হায় । কিছুই খাস্নি, এই যে এত ছিটে খেলি !

ও, খো । কর্তা না, জল টুকুও মুখে দেই নি ।

তু, মো । আচ্ছা এই দুটো পরসা নে, বাজারে
জলপান কিনে খেগে যা (দুটী পরসা দান)

[সেলাম পূর্বক গুলিখোরের প্রস্থান ।

হায় । একটা গান ধর না ।

তু, মো । আচ্ছা । (মোচে তা দিয়া, একটু চাট্
খাইয়া) তবে একটা মধ্যমান গাই ।

রাগিণী জঙ্গলা—তাল আড়খেম্টা ।

যে বলে হয় হাড় কালাী সকের ছিটে টান্লে পরে ।

ছুগালে 'চার্' চড়্ লাগাই তার, দেখা পেলে

রাস্তার ধারে ।

যে পেয়েছে গুলির মজা, উড়েছে তার নামেরধজা,

মনে মনে হয় সে রাজা, যখন, আড্ডায় এসে

আড্ডা করে ।

তু চা'র্ ছিটে উড়িয়ে দিলে, চতুর্বর্গ ফল্গী ফলে,
নবাব জাদা কাছে এলে,

কে আর তারে কেয়ার করে ?

নয়ন দুটী বুর্জে বুর্জে, ঢুলি যখন মাথা গুঁজে,
স্বর্গ মর্ত্য দেখি খুঁজে, তেমন মজা নাই সংসারে !

(প্র, মোসাহেব ব্যতীত সকলে উচ্চৈঃস্বরে গান)

প্র, মো । এই বুঝি তোমাদের মধ্যমান ?

তু, মো । নয় ? তবে এটা কি ? ভায়া তারি
কালোবাত !

প্র, মো । ওরে তোর মাথা ! এটা আড়খেমটা,
আর রাগিণী শঙ্করা !

তু, মো । কে জানে তোর খেমটা, আর কে জানে
তোর শঙ্করা !

হায় । (উচ্চৈঃস্বরে) একটু চুপ কর হে চুপ কর ।
(উচ্চৈঃস্বরে) ওহে ! তোমরা কি পাগল হয়েছ ?
একটু চুপ করনা । (মোসাহেবগণ পূর্ব্বমত উচ্চরবে
তাকুলাকুসিন ধিনিতাকু)

হায় । (হস্ত দ্বারা বিছানায় আঘাত) চুপ করনা,
তোমাদের কাণ্ড জ্ঞান নাই । ওদিগে যে ভয়ামক
গোল হ'চ্ছে । (মোসাহেবগণ নিস্তব্ধ ।)

হায় । শুনেছ ? বড়ই গোল হ'চ্ছে । চল একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক্ !

সকলে । চলুন, আপনি যাবেন আমরাও যাবছি ।
(উচ্চৈঃস্বরে আল্লা আল্লা করিয়া)

[সকলের প্রস্থান ।

(নেপথ্যে—উচ্চৈঃস্বরে—ছোট বিবি ম'লেম, আমার নিয়ে চ'ল্লো, এইবারে গেলেম !)

(দ্বিতীয়বার নেপথ্যে । এগোরে নিয়ে গেলরে, তোরা এগোরে, দোহাই মহারাজীর তোরা এগরে ।)

(পটক্ষেপণ)



দ্বিতীয় অঙ্ক ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

কোশলপুর ।

হাওয়ান আলীর বৈঠকখানা ।

(মোসাহেবগণ, সর্দারগণ এবং হায়ওয়ান আলী

হুরম্মেহারের হস্ত ধরিয়া দণ্ডায়মান)

(হুরম্মেহার হেঁট বদনে, কম্পিতা ।)

হায় । কেমন ? এখন তো হাতে প'ড়েছ ! এখন আর কে রক্ষা ক'র্বে ? বাড়ীতে ব'সে ব'সে যে ব'লেছিলে, ওঁর উপরে কি আর হাকিম নাই ? কৈ কাকেও যে দেখতে পাইনে ! তোমার সে বাবারা কোথায় ? এখন দেখে না ! এসে রক্ষা করে না ! সতী সতী ক'রে বড় ঢুলে প'ড়তে ! এখন সতীত্ব কোথায় থাকবে ? আমার হাতে তো প'ড়তেই হলো, 'তবে আর এত ভিকুটী ক'ল্লে কেন ? আমার ক্ষমতা আছে কি না তাওতো দেখলে ? আরো এখনি দেখতে পাবে জান্ ! এত দিন আমার জান্কে যে এত হায়রাণ করেছ জান্ ! এস তার প্রতিকূল দিই !

নুর । (সৰুৰূপে) আপনি সব ক'ৰ্ত্তে পারেন !
আমি আপনার প্রজা, আমি আপনার মেয়ে, আপনি
আমার বাপ ! জাত্ মান রক্ষা ক'ৰ্ত্তেও আপনি, প্রাণ
রক্ষা ক'ৰ্ত্তেও আপনি ! আমি আপনার মেয়ে, আপনি
আমার বাপ ! (রোদন) আপনিই আমার জাত্ কুল
রক্ষা ক'ৰ্ব্বেন !

হায় । এই যে তাই ক'ৰ্ছি ! (নুরম্বেহারকে টানিয়া
লইতে উদ্যত)

নুর । (মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া সরোদনে) আমায়
ছেড়ে দিন ! গলায় কাপড় দে ব'লুছি আমায় ছেড়ে
দিন ! আমি আপনার মেয়ে ! আপনি আমার বাপ !
আমার কাপড় অসামাল হলো, কাপড় পরি, ছেড়ে
দিন !

হায় । (রুমাল দ্বারা মুখ বন্ধন করিতে করিতে)
কাপড় নেওয়াচ্ছি ।

নুর । (গেঙ্গাইতে গেঙ্গাইতে) পায় ধ—ব'—
আমা—

হায় । (মোসাহেবগণ প্রতি) আপনারা দুই জন
হারামজাদীর পা ধকন, আমি হাত ধ'রে টেনে নিচ্ছি ।
(তু, এবং চ, মোসাহেব বেগে পদ ধারণ এবং ধাঁ
সাহেব কর্তৃক লক্ষ্যমানা নুরম্বেহারকে আকর্ষণ)

[প্রস্থান ।

হি, মো । (কণ-চিন্তার পর) হুজুরের যে রাগ দেখতে পাচ্ছি, এতে যে কি ক'রে বসেন, তার নিশ্চয় কি ? কিন্তু এর ভোগ শেষে ভুগতেই হবে !

জামা । দেখুন আমরা চাকর, হুকুম ক'লে আর অহুল ক'র্ত্তে পারি নে । একাজটা বড়ই অন্যায় হ'চ্ছে ! মোল্লার স্ত্রী গর্ভবতী, তার পর এই জব্রাণ ! কাজটা বড় অন্যায় হ'চ্ছে ! কি করি ? এ'র অধীনে থেকে একেবারে সর্বনাশ হবে ! এ'র তো দিগ্ বিদিগ্ কিছুই জ্ঞান নেই ! ন্যায় হ'ক অন্যায় হ'ক একটা ক'রে বসেন, যে ভাব দেখতে পাচ্ছি, এতে আমাদের জাত্ কুল থাকাই তার ! আজ্ আবু মোল্লার যে দশা হলো, কোন্ দিন আমাদেরই বা ওরূপ ঘটে !

(হাওয়ান আলীর পুনঃ প্রবেশ)

হায় । ওহে, তোমরা এখানে কি ক'র্ছো ? তোমরা বুঝি ভাগ চাওনা ? যাওনা—এমন দিন আর কবে পাবে !

প্র, মো । আচ্ছা যাই ।

[প্রস্থান ।

হায় । (সর্দারগণ প্রতি) তোমরা আমায় বড় খুসি ক'রেছ, আমি মনের মত খুসি ক'র্কো !

জামা। হুজুর! আমরা—হুকুম পেলে কাউকে ভয় করিনে, তবে দেখবেন শেষে যেন একেবারে দয় ডুবে না মরি! সময় বড় খারাপ, সাবেক আমল হলে এত ভাবতেম্ না।

হায়। তার জন্য ভয় কি? মকদমা আছে, মামলা আছে, আমি আছি! যত টাকা লাগে; বে পরওয়া, জান্ কবুল! জামাল, ওকে কি রকমে ধ'ল্লে?

জামা। আমরা ঐ সেই কোটার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম, কোন মতে আর ফাক পাইনে। অনেকক্ষণ পরে কানে আওয়াজ এল যে একটু দাঁড়াও আমি ব'ার থেকে আসি। আবার শুন্লুম, যাও চান্দনির রাত্ ভয় কি? তার পরেই দেখি যে নুরুল্লাহর বাইরে এয়েছে। তখন একেবারে লাফিয়ে ধ'রে শূন্যে শূন্যে আশ্বে লাগলুম! ও কেবল মুখে ব'ল্লে, যে ছোট বিবি ম'লেম! তার পরেই আপনি গিয়েছেন। মোল্লাকে যে রকমে তাড়িয়েছি তা তো দেখেছেন—হুজুর আমরা যেন নষ্ট না হই।

হায়। তোমাদের ভয় কি? টাকার অসাধ্য কি আছে বল দেখি?

জামা। হুজুর! সে যথার্থ, কিন্তু আমরা গরিব, সেইটী যেন মনে থাকে!

হায়। মনের মত বকুসিস ক'ৰ্কে।

(প্র, মোসাহেবের প্রবেশ)

প্র, মো। ভূজুর সর্বনাশ হয়েছে।

হায়। কি হলো ?

প্র, মো। আর কি দেখছেন, নুরনেহার কেমন ক'চ্ছে, বুঝি বাঁচেনা !

হায়। বটে ? (ত্রস্ত উঠিয়া)

প্র, মো। তার ভাব দেখে ভাল বোধ হ'চ্ছে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

[এবং জামাল কামাল ব্যতিরেকে

অবশিষ্ট সর্দারগণ সন্ধ্যার দিক দিয়া

বেগে পলায়ন।

জামা। অদৃষ্টে কি জানি কি হয় ? গতক বড
ভাল বোধ হ'চ্ছে না।

(হাওয়ান আলী মোসাহেবদ্বয়ের সাহায্যে হাত

পা ধরিয়া নুরনেহারকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

হায়। (মাটিতে রাখিয়া) যথার্থই কি মরে, না
ওর সব মিছে ? ও কিছুই নয়, ও একটা কাপ্ ক'রে
রয়েছে !

দ্বি, মো। না, না, দেখুন যথার্থই গর্ভবতী ছিল !
ঐ দেখুন তল পেট তোল পাড়্ ক'চ্ছে !

হায় । (নিকটে যাইয়া বিস্ময়ে) যথার্থই গভীর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তল পেট অত নড়ে কেন ?

মুর । (যুহুসুরে) হা খোদা ! আমার কপালে এই ছিল ? নারী কুলে জন্ম নিয়ে সতীত্ব রক্ষা ক'র্ত্তে পাল্লেম না ! হায় এই জন্যে কি আমার জন্ম হয়েছিল ? জ'ন্মেই কেন মরে গেলুম না ? তা হ'লে এত গঞ্জনা সহিতে হতোনা । কুলেও খোঁটা হতোনা ! কি করি উপায় নাই, এতখানি কাকে জানাব ? এসময় প্রাণধন স্বামীর সঙ্গে দেখা হলো না ! মা বাপের মুখও দেখতে পেলুম না ! প্রতিবাসীরাও আমার দেখতে পেলে না ! (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা খোদা ! তোর মনে এই ছিল ? জমীদার হয়ে এমন কাজ ক'ল্লে ? ধর্মের দিকে চাইলে না ! এত কষ্ট কি আর এক প্রাণে সহ ? হায় হায় এদের দমন-কর্ত্তা কি আর কেউ নেই ? এদের উপর কি আর হাকিম নেই ? হায় হায় জাত্ গেল, দেশ জুড়ে কলঙ্ক হলো, প্রাণও গেলো, স্নহু আমার প্রাণই যে গেলো তা নয় ! পেটে যে একটা ছিল, তারও গেল ! খাঁ সাহেব ! আপনার মনে এই ছিল ? এই ক'ল্লেম ? খোদায় আপনার বিচার ক'র্ষেন ! শুনেছি, যে মহারাণী সকলের ওপরে বড়, সা'এবদের ওপরেও বড়, আমরা যেমন তোমার প্রজা, তেমনি তুমিও তাঁর প্রজা ! তিনি কি এর বিচার ক'র্ষেন না ? প্রজার প্রজা ব'লে কি আর দয়া হবে না ? মা ! তুমি

বেলাতে থাক, তোমার প্রজার প্রতি এত দৌরাঙ্গ্য
হ'চ্ছে তুমি কি জ্ঞাস্তে পার্ছোনা ? কেবল বড় বড় লোকই
কি তোমার প্রজা ? আমরা গরিব ব'লে কি তুমি আমা-
দের মা হবে'না ? মা—আ—মার আ—মা—সয় না,
মা—মা—মা আমি মেয়ে দয়া—কর—মা—তো—পা—য়
(যত্ন)

হায় । ওহে যথার্থই ম'লো ! (নিকটে যাইয়া নাসি-
কায় হস্ত দিয়া) নিশ্বাস নাই ! মরেছে, না ঐ যে তল-
পেট ন'ডুছে ! কৈ আর যে নড়েনা ! বুঝি পেটেরটাও
মলো (বুকে হাত দিয়া) একবারে ঠাণ্ডা হয়েছে, আর
নাই (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) এখন উপায় ?

[প্র, মোসাহেবের প্রস্থান ।

দ্বি, মো । আর উপায় ! তখনই তো ব'লেছিলাম,
যা ক'র্বেন আগে পাছে বিবেচনা ক'রে ক'র্বেন ! এখন
তো খুনের দায় ঠেকতে হলো !

হায় । চুপ্ চুপ্ ! খুন খুন ক'রোনা ! যা হবার তা
হলো, এখন কি করা যায় ? অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে,
ব'সে ব'সে ভাবলে আর কি হবে । রাত্ থাকতে থাক-
তেই এর একটা উপায় করা চাই ।

দ্বি, মো । আমার বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নাই, আমি
একবারে জ্ঞান শূন্য হয়েছি । যা আপনি ভাল বোঝেন
করেন !

হায় । জামাল ! তোমার বিবেচনা কি হয় ?

জামা । আপনি যে হুকুম ক'র্বেন তাই কর্বো, এতে আর আমাদের বিবেচনা কি ?

(প্র, মোসাহেব এবং নিদ্রোস্থিত বৈশে

সিরাজ আলীর প্রবেশ ।)

সিরা । আরে পাজিরে ! এমন কাজ ক'ল্লি ? একেবারে হাবু খাঁর নাম ডুবালি ? তোর কি কাণ্ড জ্ঞান নাই ? চির কালই কি তোর এই ভাবে গেল ? লক্ষ্মী-ছাড়া ! আর কি মরবার জরগা ছিলনা ? এমন কাজ কি কর্তে হয় ? যত গোঁয়ার একঠাই জুটে এই কাজ ক'র্ছে ! এখন মুখে কথা নাই ! তোর জন্যে সর্কনাশ হবে ! পূর্ব পুরুষের নাম গেল, তুই কি একেবারেই পাগল হয়েচিস্ ? এখন আর কি ব'লবো ? তোরে এবুদ্ধি কে দিলে ? (দ্বি, মোসাহেবের প্রতি) এখন মুখে কথা নাই, পাজিরা এখন যেন কেউ নয় ! সর্কনাশ ক'ল্লি । যুটে পেটে মজালি ! রাগ আর বরদাস্ত হয় না—(দ্বি, মোসাহেবকে মুষ্টিগাঘাত) তোরাই আমার সর্কনাশ ক'ল্লি ! তোদের কুপরামর্শেতেই হয়েছে !

দ্বি, মো । দোহাই আল্লার ! কোরাণের কিরে ! আপনার গা ছুঁয়ে ব'লতে পারি, আমি দফায় দফায় মানা করেছি, এমন কাজ ক'র্বেন না । তাকি উনি শুনে, উনিই একজন !

সিরা । জামাল, তোরাই আমার সর্বনাশ করিলি !
তুই কি এই বদমাইসদের দলে মিসে গিছিস্ ?

জামা । কর্তা আমি কি আর কর্বো ? হুকুম কল্লে
তো আর অতুল কৰ্ত্তে পারিনে !

সিরা । আর সকল বেটারা কোথা ?

জামা । সকলেই পালিয়েছে !

সিরা । (উপবেশন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হেঁট
মুখে চিন্তা) হায় ! এখন কি হবে ? উপায় ? বাঁচবার
উপায় কি ? এখন কি আর সে দিন আছে ? এই হাতে
কতকাণ্ড করেছি, কত জনের ওকর্ম্ম করেছি, সাবেক
কাল হলে আর এত ভাবতে হতো না। পাজিরা শোনও
নাই ? আমার বাপজী কুকুর দিয়ে মানুষ খাইয়েছেন,
আর আমরাও কত কি করেছি, এখন যে কেন চুপ
ক'রে থাকি তাতো তোরা বুঝবিনে !

জামা । তা ব'লে আর কি হবে ? এখন বাচবার
পথ দেখা যাক্ ।

সিরা । এক কাজ করা যাক্, রাত্ শেষ হয়ে এল ।
আর কোন উপায়ই এখন হয় না । তবে সকলে হাতা
হাতি ক'রে ধ'রে নিয়ে আবুমোস্তাফার বাড়ীর উত্তর দিকে
খেজুর বাগানে কেল্লা আসা যাক্ ! শেষে নসিবে যা
থাকে, তাই হবে । ভোর হলো— নেও, নেও, উঠ, উঠ,
আর দেরি ক'রোনা ।

দ্বি, মো । হুজুর যা ব'জেন সেই ভাল । চল আর
বিলম্ব ক'রে কাজ নাই । রাত কসাঁ হয়ে এলো (নেপথ্যে
ছুই বার কুকুট শ্রনি) ঐ হয়েছে, আর রাত নাই,
ধর ধর ।

সিরা । জামাল ধর, সকলেই যাচ্ছে !

জামা । (কোমরে চাদর জড়াইতে জড়াইতে)
তবে আর দেরি করা নয়, ভোর হয়েছে, ঐ সেই পাগল
বৈরাগী ব্যাটা গান গা'চ্ছে । (কামালের প্রতি)
কামাল ! ধরু ভাই, একটা মেয়ে মানুষকে নে যেতে
আবার আর কেউ কেন ? আমরা থাকতে বাবুরা হাত
দেবেন !

[জামাল ও কামাল কর্তৃক শব লইয়া
গমন । পশ্চাতে পশ্চাতে অধো-
মুখে সকলের প্রস্থান ।

(পটক্ষেপণ)



(নেপথ্যে গান ।)

রাগিণী ললিত—তাল জলদ তেতাল ।

চেতরে চেতরে চিত ! এই তো দিন ঘুনায়ে এলো ।

সারা নিশি ঘুমাইলে আর কত ঘুমাবে বল ॥

মায়াবিনী এই নিশি, আগল্ ঘুম পাড়ানী মাসী,

ভোগা দিয়ে সর্বনাশী,

সার কথাটী ভুলিয়ে দিল !

শিষ্ট যারা নিশিযোগে, রয় কি তারা নিদ্রাযোগে ?

মন রেখে সেই পদ-যুগে,

যোগে ম'জে জেগেছিল ।

ছুষ্ঠ লোকে রেতের বেলা, টিক্ যেন হর কলির চেলা,

কেউ চুরি, কেউ কামের খেলা,

খুন্ ক'রে কেউ লুকাইল !



তৃতীয় অঙ্ক ।



প্রথম গর্তাঙ্ক ।



আবু মোল্লার খেজুর বাগান ।

(কনষ্টেবলদ্বয় ছুরপ্রেহারের শবের পাশে দণ্ডায়মান)

প্র, কন । বাবু যে এতক্ষণও আসছেন না ?

দ্বি, কন । উটতে পাল্লে তো আসবেন ।

প্র, কন । সে তো আর নতুন নয় ।

দ্বি, কন । তাতে কি আর নতুন পুরণ আছে, বেশী
মাত্রা হলেই দিন কাবার ! আবার যে লক্ষ্মী কাঁদে তর
ক'রেছেন তিনি তো——জানই আর কি !

(কা'স্তে বগলে তামাকু টানিতে টানিতে

দুই চাষার প্রবেশ)

প্র, চা । এ গাঁয় আর বাস্তব্বি হয় না । গেল না'-
ত্তিরে ধ'রে নিয়ে এই কাণ্ডটা করেছে ।—জমীদার বহুৎ
আছে, অনেক জমীদারের নামও শুনিছি । এরা যেমন
বাবা !

বি, চা। মামুজি, কি নকসে মাল্লে ?

প্র, চা। আমি কি দেখতে গিছি ?

বি, চা। বুঝিছি বুঝিছি, ও বেটা বড় সয়তান্। বন্দুক হাতে ক'রে, ঠিক সাঁজের ব্যালা আমাগার বাড়ীর পাছ কাণাচে ঘুরেই বেড়ায়, ঘুরেই বেড়ায়। পাজ্‌ ছুর দে বাড়ীর মন্দিও আসে, বেটার চা'ল চলন বড় ধারাপ। মামুজি তুমি শোননি, ঐ সেই দহিন্ পাড়ার জোলা বড় হ্যাকুমত ক'রে ব'লেহ্যাল। উনি তো তার মেয়াকে দেখে বাড়ীর সামনেই ঘোরেন্, সে ব'ল্লো হুজুর! দিনে মুনিব ব'লে মান্বো, না'ত্তিরে অজারগায় দেখলি আর হাকিম ব'লে ন্যাচ্ ক'রকো না।

(ইনিষ্ট্রেক্টরের সহিত আবু মোল্লার প্রবেশ)

ও মামুজি ঐ সাএব। (পলাইতে উদ্যত)

ইনি। খাড়া রাও, কাঁহা যাতা হায় ?

প্র, চা। (হুঁকা ফেলিয়া কর-যোড়ে) কর্তা! আমরা কিছু জানিনে।

ইনি। (শবের নিকটে যাইয়া) এ মেয়ে নোকটা কে ? কি হয়েছে ? এ রকমে এখানে প'ড়ে কেন ?

প্র, চা। ম'রে গেছে, শুনিছি খুন হয়েছে।

আবু। ধর্মাবতার আমার সর্বনাশ হয়েছে, আমার মাথার বাড়ী হয়েছে। হুজুর আমার জাত-কুল-মান সকলি গেল (সক্রন্দনে) হায় আমার কি হবে ?

ইনি । (কনফেবলের প্রতি) তোমরা কি অবস্থার
দেখেছ ?

প্র, কন । এই ভাবেই দেখিছি ।

ইনি । লাস্ উল্টাও ।

প্র, কন । (ঐ রূপ করিয়া) এই তো দাগ জখম
দেখছি ।

ইনি । কোথায় কোথায় দাগ জখম আছে দেখ ।

প্র, কন । হুজুর এই পীটে, পাঁজরে, গালে দাগ দেখা
যাচ্ছে । আর অধোদেশে কুলো আর থান থান রক্ত !

আবু । হায় হায় ! আমার অদৃষ্টে এই ছিল ? (কপালে
আঘাত করিয়া) হায় ! খোদায় এই ক'রে এই দেখালে ।

ইনি । দুজন কুলি বোলাও ।

প্র, কন । ঐ দুই বেটাকেই ডাকি ।

ইনি । আচ্ছা লে আও । ডাক্তার সাহেবের কাছে
লাস পাঠাতে হবে ।

প্র, কন । (দুই চাষাকে ধৃতকরণ) তোদের লাস
নে জেলায় যেতে হবে ।

প্র, চা । কর্তা আমরা মোসলমান, মরা মানুষ ছুঁতে
পার্কোনা ।

দ্বি, চা । আমাদের জাত্ যাবে, আমিও পার্কোনা ।

প্র, কন । কি ? পার্কিনে, পার্তেই হবে (ঘাড় ধরিয়া)
শালা পার্কিনে, উঠাও লাস উঠাও ।

দ্বি, চা। না বাবা ! মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল,
আমরা পার্কোনা, আমাদের জাত্ যাবে, এ কাম আমা-
দের নয় ।

প্র, কন । ? মুক্টিাঘাত করিয়া) নে বাঞ্চত লাস নে ।
দ্বি, চা। এই নিচ্ছি ।

[চাষাঘর লাস লইয়া প্রস্থান ।

ইনি । জমীদারের পক্ষের লোক কোথায় ?

প্র, কন । হুজুর ! তারা ভয়ে আপনার কাছে আস-
ছেন । গ্রামে আছে—চলুন ।

ইনি । আচ্ছা চল—

[সকলের প্রস্থান ।

(পটক্ষেপণ)



তৃতীয় অঙ্ক ।



দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।



বিলাসপুর ।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারি ।

(মাজিষ্ট্রেট, কোর্ট ইনস্পেক্টর, কয়েকজন আসামী,
আবু মোস্তা এবং উকীল মোস্তার দর্শকগণ
আরদালী প্রভৃতি উপস্থিত ।)

মাজি । নেই আমি আর সাক্ষী চাইনে ।

কোর্ট, ইঃ । (নিকট যাইয়া) আসামীদের পক্ষের
আর কয়েকজন সাক্ষী উপস্থিত আছে ।

মাজি । নেই, সাবুদ হুয়া (ফরিয়াদির মোস্তারের
প্রতি) টোমরা কুচ সওয়াল হয় ?

মোস্তা । ধর্ম্মাবতার ! (গাত্রোত্থান)

উকি । (আসামীর পক্ষে) ধর্ম্মাবতার—

মাজি । ও হ'টে পারেনা, টুমি আসামীর পক্ষে
আছে, টোমার বক্টি টা শেষে হ'টে পারে । (বাদীর
মোস্তারের প্রতি) টোমার আর কি আছে ?

মোস্তা । (স্কন্ধের চাদর বারে বারে নাড়িয়া এবং
মোটে তা দিয়া) ধর্ম্মাবতার ! এই মকদ্দমা বাদী আবু

মোস্তা প্রজা। আসামী হায়ওয়ান আলী—জমীদার। প্রজা মোস্তার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনা, বলাৎকার করিতে থাকা ও তদ্ব্যবহারে মিত্য হওয়ার প্রমাণ হইয়াছে। আর সেই জমীদার, জমীদার, সেই জমীদার আসামী আর কয়েক জন আসামীকে সঙ্গে করিয়া প্রাণ ভয়ে কোথায় পালিয়েছে তার সন্ধান মাত্র নাই। ইহাতে পষ্ট জানাযাইতেছে যে আসামীগণ সম্পূর্ণরূপে দোষী ও অপরাধী। ধর্ম্মাবতার! খোদাবন্দ! হায়ওয়ান আলী (থু থু ফেলিয়া খুবড়ি) হায়ওয়ান আলী খাঁ জমীদার। মপস্বলে প্রজার হর্ত্তা কর্ত্তা মালিক জমীদার। তাদের আদালত কোর্জদারী জমীদারই নিষ্পত্য করিয়া থাকে—প্রজার পরস্পর বিবাদ নিষ্পত্য হ'ক বা নাহক আপন নজরের ঢাকা হ'লেই হ'লো। প্রজার শাসন ভয়ে মুখে কথা নাই, জমীদার যা বলেন কোন মতেই তার অবাধ্য হ'তে পারে না। জমীদারের অজানিতে কোন মতেই প্রজা বিচারের প্রার্থনায় আদালত আশ্রয় করিলে তখন জমীদার একেবারে অগ্নি-মূর্ত্তি হয়ে তার ভিটে মাটি একেবারে জালিয়ে ছুর খার করে। আর ইহাও অপ্রকাশ নয় যে—

মাজি। চুপ চুপ আসল কথা বল—

মোস্তা। খোদাবন্দ ধর্ম্মাবতার এই মোকদ্দমায় জমীদার স্বয়ং আসামী স্মরণ প্রমাণ হওয়াই দায়।

তবে যে ছজুর এতদূর হয়েছে সে কেবল সত্যি ঘটনা ব'লেই হয়েছে, নতুবা গরিবের সাধ্যি কি যে মোকদ্দমা করে । হায়ওয়ান আলী যে চরিত্রের লোক তার প্রমাণ এই দেখুন — (রায় দর্শান) ইতিপূর্বে সাহেব জাদা হাকিমের আমলে এক হিন্দু স্ত্রীকে জবরাণে ধরিয়া এনে সতীত্ব হরণ করেন । ঐ প্রকার কত কুলবালার সতীত্ব নাশ করেছেন ধ্বংস করেছেন নষ্ট করেছেন মাথা খেয়েছেন জাতপাত করেছেন সে আমি বলতে চাইনে । ধর্মাবতার ওদের নিষ্ঠুরতার বিষয় কত প্রমাণ আছে । প্রধান প্রধান হাকিমের রায়েতে প্রকাশ আছে ।

(উপবেশন ।

উকী । ধর্মাবতার মোক্তার মহাশয় যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত ব'কে গেলেন এ মোকদ্দার সম্বন্ধে কি ব'লেছেন, কিছুই বলেন্ নাই । জমীদার এমন করে — জমীদার প্রজার প্রতি দোঁরাহ্য করে — জমীদার প্রজার সর্বস্ব হরণ করে — সে কথা এ মোকদ্দমায় কিছু মাত্র সংশ্রব নাই, হায়ওয়ান আলী এ মোকদ্দমায় কি করিয়া দোষী ইহতে পারে, — তিনি অতি ধনবান্, বিশেষতঃ বিচক্ষণ ধর্মপরায়ণ, বয়স এ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসর হয় নাই । তার দ্বারা এমন কাজ হওয়া কখনই সম্ভব হয় না । কেবল মনোবাদ সাধন জন্য এই মিথ্যা নালীশ উপস্থিত হয়েছে । কোন সাক্ষীতেই এমন পক্ষ প্রমাণ দেয় নাই,

যে আমার মকেল নুরম্বেহার আওরতকে জবরান বলাৎকার করেছেন, আর সেই বলাৎকারে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়েছে, করিয়াদি আবুমোল্লা বড় কেরেব বাজ । -

আবু । (গলবস্ত্রে অগ্রসর হইয়া) ধর্ম্মাবতার আমি নিতান্ত গরিব, আমার সাধ্য কি যে জমীদারের নামে মিছে মোকদ্দমা করি ? হুজুর সে—

মাজি । চুপ্ চুপ্ (কোর্ট সবইনিপেক্ষক্টরের প্রতি) দারগার রিপোর্ট পড় ।

কোর্ট ইং । (রিপোর্ট-পাঠ আরম্ভ) করিয়াদীর স্ত্রী নুরম্বেহার আওরতের মৃতদেহ দৃষ্টে ও সাক্ষী হামছায়া-গণের বাচনিক জোবানবন্দীতে ও তমিজদ্দীন আসামীর স্বীকৃত জওয়াবের মর্ম্মে ও তাহার সন্ধানে বাদীর বাস স্থান গ্রামের তালুকদার ১ নং আসামী হারওয়ান আলী ও তস্য ভ্রাতা সিরাজ আলী সহিত ঐ গ্রামের আংশিক তালুকদার কাতল মারিয়া নিবাসী লাল-বিহারী সাহার জমা জমী লইয়া বিবাদ ও মনবাদ হওয়ায় ছায়েল মজকুর ঐ খাঁদিগের আশ্রিত লোক থাকিয়া এদানিক তাহাদের অসম্মতিতে সাহাদের অনুগত ও বাধ্য হওয়ায় হারওয়ান আলী অতি লম্পট ও দুষ্ট স্বভাবের মনুষ্য বিশেষ উক্ত মনোবাদে বাদীকে নির্যাতন ও স্বীয় কুপ্রবৃত্তির সাধন জন্য আপন চাকর ও বাধ্য-

দুগত ২ হইতে ১৮ নং প্রতিবাদীগণের সহিত জোট
 বদ্ধ হইয়া অমুক তারিখে অধিক রাত্রে করিয়াদীর প্রতি-
 বাদী ২ নং আসামী বাটীর নিকটে থাকিয়া ছায়েলের
 স্ত্রী প্রস্তাব করার জন্য ঘর হইতে বাহির হইলে তাহাকে
 বল পূর্বক ধৃত করিলে ঐ স্ত্রী সোর করাতে বাদী প্র-
 ভৃতি বাহির হইয়া সোর করার তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন
 দ্বারা হটাইয়া স্ত্রী মজকুরার মুখাদি বন্দ করিয়া হতা-
 সাক্ষে শূন্য ভাবে আপন বাহির বাটীর পূর্ব দ্বারি
 বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে লইয়া ও মুখ বদ্ধ করিয়া বলাৎ-
 কার করা ও নানা মত অত্যাচার করিয়া কষ্ট দিয়া
 হত্যা করা স্পষ্ট প্রমাণ ও প্রকাশ পাইলেক যে ২ নং
 হইতে ১০নং আসামীগণ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধি আইনের
 ৩৫২। ৩৫৪। ৩০২। ৩৭৬ ধারার অপরাধ ক্রমে
 ধৃত হইয়া ইত্যথ্যে ফৌজদারি আদালতে চালান হই-
 য়াছে ১নং প্রধান আসামী ও ১১ হইতে ১৮ নং আসা-
 মীগণ বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করায় অনেক তালাসে
 এ যাবত তাহাদিগকে প্রাপ্ত না হইয়া স্থানে স্থানে
 সন্ধানী লোক প্রেরণ করত ধৃত করার পক্ষে যথোচিত
 চেষ্টা থাকিয়া (এ) ফারাম সহ আবশ্যকীয় সাক্ষীগণকে
 হুজুরে পাঠানো হইল। আর সিরাজ আলী মজকুর অপ-
 রাধী দ্বারায় বাদীর স্ত্রীর মৃত দেহ বাগানে ফেলিয়া
 'রাখা অর্থাৎ দণ্ড বিধি আইনের ২০২ ধারার অপরাধ

করা প্রকাশ ও সে জন্য জামানত থাকতে তাহার
গ্রেপ্তারি ওয়ারেন্ট প্রচার হওয়ার জন্য কোর্ট ইনিশ্চে-
ক্টর মহাশয় দ্বারা প্রার্থনা করিয়া বিদিতার্থ নিবেদিলেক
হজুর মালিক নিবেদন ইতি । সন তারিখ মাস ।

মাজি । ডাক্তার সাহেবের সার্টিফিকেট কোথায় ?

কোর্ট ইঃ । নথিতেই আছে ।

মাজি । (নথি উল্টাইয়া দেখন, কিছু কাল পরে
রায় লিখিতে আরম্ভ এবং কোর্ট ইনিশ্চেক্টর দ্বারা
পাঠ)

কোর্ট ইঃ । হুকুম হইল যে গরহাজিরা আসামীগণের
নামে ওয়ারিন করিয়া গ্রেপ্তার হয় আর হাজিরা চালানী
আসামীগণকে দায়রা সোপর্দ করা গেল । সন তা-
রিখ মাস ।

(পটক্ষেপণ)



তৃতীয় অঙ্ক ।



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—২—

বিলাসপুর জিলার সেসন আদালত ।

[দায়রার বিচার ।]

(জজ উকীল বারিস্টার—আমামী সাক্ষী পেস্কার আরদালী

জুরীগণ ও দর্শকগণ)

পেস্কা । (জজের নিকটে গিয়া) হুজুর জুরির সংখ্যা
পূর্ণ হয় নাই, এক জন গরহাজির ।

জজ । দেখে আস্তে পার ।

পেস্কা । (দর্শকগণ মধ্যে এক জনকে সঙ্কেতে
ডাকন) আপনি এদিকে আসুন ।

দর্শ । (নিকটে যাইয়া) বলুন ।

পেস্কা । আপনি জুরি হ'তে পারেন ?

জজ । আপনি কে আছে ?

দর্শ । খোদাবন্দ — আমি — আমি (ষোড়হাত)
না না খোদাবন্দ কিছু কসুর নাই আমি জলপান খাচ্ছি
(বস্ত্র হইতে চিড়ে মুড়কি পতন)

জজ। নেই টোমার জুরি ই'তে হবে।

দর্শক। দোহাই ধর্মাবতার আমার কোন কসুর নাই আমি কিছু যা'ট করি নাই, আমি কোষ্টা কিন্তুে যাচ্ছি। পথে 'শুন'লেম যে আবুমোল্লার বোয়ের খুনি বিচার হ'চ্ছে। হুজুর! আমি তাই দেখতে এয়েছি। ধর্মাবতার! ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আমি আর কিছু জানিনে হুজুর! দোহাই ধর্ম —

জজ। নেই নেই হাম টোমাকো জুরি করোগা। টোমারা ক্যা নাম? (গাত্রোত্থান পূর্বক শিশ দিয়া তুড়ি এবং ভঙ্গি করিয়া নৃত্য)

দর্শ। (সক্রন্দনে) হুজুর দেশের মালিক, যা মনে করেন, তাই ক'র্ত্তে পারেন, কিন্তু আমি কিছুই জানি না।

জজ। (ব্যঙ্গ ভঙ্গিতে) তোমরা নাম ক্যা হায়?

দর্শ। (সরোদনে করযোড়ে) আরজান বেপারি হুজুর! খোদাবন্দ —

জজ। টোম্ ঐ চেয়ার মে বয়ঠো।

আর। (বেগে পলায়নোদ্যত)

জজ। পাকোড় পাকোড়। (আরদালী কর্ত্তক ধৃত হইয়া চেয়ারে বসান)

আর। (চেয়ারের এক পাশে' উপবেশন করিয়া)
হুজুর! আমি কিছু জানি না, সকলকে জিজ্ঞাসা ককন আমি কিছু জানি না।

জজ। চুপরাও।

আর। এই বারই গেলুম। (নিস্তব্ধ)

(বিচার আরম্ভ ।)

পেস্কা। (জজ সাহেবের নিকট করষোড়ে)
হুজুর ছাপাই সাক্ষী আরো দুজন আছে।

জজ। লে আও?

পেস্কা। (আরদালীর প্রতি) জিতু মোল্লা সাক্ষীকে
ডাক।

(আদালতের রিভীমতে আরদালীর দ্বারা তিনবার
ফোকরানো।)

(চিলে পা জামা, শাদা চাপকান পরা, মাথায়
পাকড়ি, তস্‌বি গলায়, হাতে যষ্টি, বৃদ্ধ
জিতুমোল্লার প্রবেশ এবং হলফ পাঠ ।)

জিতু। আমার নাম জিতু মোল্লা, বাপের নাম
কেহু মোল্লা, বয়েস ৬০। ৭০ বৎসর, মোল্লাকি ব্যবসা।

জজ। মোল্লাকি কি?

জিতু। কোরাণ প'ড়ে আমার মুরিদকে শোনাই,
ছুটো আহেরর কথা কৈ যাতে দিন দুনিয়ার ভালই হবে!
বিয়ে সাদীর কলমা পড়াই, মানিক পিরের সিন্নি কয়তা
দেই, আর মুরগী জবাই করি। হুজুর! এই সকল কাজ
আমার —

বারি । (গাত্রোস্থান করিয়া) টুমি এ মকদ্দমার কি জানে ?

জিহু । হুজুর আমি আবু মোল্লার কুটুম । যে দিন এই মাম্লার বাত কতেছে, আমি সে দিন আবুমোল্লার খানকা ঘরে ব'সে সারারাত আল্লা আল্লা করে জেহীর করেছি ; নামাজ পড়েছি । আমি রাত্রে ঘুম পাড়ি না ।

জজ । টুমি ঘুম পড়েনা তবে কি কর ?

জিহু । সারা রাত জেগে আল্লার কাছে রোনা পিটনা করি ।

বারি । নেই । ওবাত নেই, টুম কুচ্ গোলমাল শোনা হ্যায় ?

পেস্কা । হাকিম জিজ্ঞাসা কর্ছেন সে রাত্রে তুমি কোন গোলমাল শুনেছিলে ?

জিহু । সে রাত্রে কোন গোল হয় নাই । এ সকল কেবল মিছে ক'রে আবু মোল্লা এদের বাদিয়েছে ।

বারি । টুম মকামে গেয়া ?

জিহু । জোনাব ! গেছলাম । আমি চার বার অজ করেছি ।

বারি । মোল্লার জঁরু কি রকমে মরেছে টুমি তার কিছু জানে ?

জিহু । জান্বোনা ক্যা ? আবুই মার্তে মার্তে এহেবারে খুন করেছে ।

বারি। আবু কেঁও মারা'?

জিহু। ও নাহি কার সঙ্গে কথা কৈল।

বারি। হায়ওয়ান আলী কেমন লোক আছে—

জিহু। (তসবি কপাল চুলকাইয়া মাঁথা নাড়িয়া)

আহা অমন লোক ছুনিয়া জাহানে আর নাই! বড় দিনদার, বড় দাতা; মক্কা যাইবার সময় আমায় পঞ্চাশটী টাকা দেয়।

বারি। হায়ওয়ান আলী নুরনোহারকে মারিয়াছে?

জিহু। (দুই গালে হাত দিয়া) তোবা তোবা তোবা! সে কি এমন কাজ ক'র্তে পারে তা কহনো হবার নয়।

বারি। আচ্ছা তুমি যাও।

[কলম ছুঁইয়া জিহুর প্রস্থান।

(নামাবলি গায়, কোপিন এবং বহিবাস পরিধান,

সর্বাক্ষে তিলক ছাপা, হস্তে গলে তুলসীর মালা,

কণ্ঠে কুঁড়জালী, কক্ষে ঝুলি; হরিনাম জপ

করিতে করিতে দ্বিতীয় সাক্ষী হরি-

দাসের প্রবেশ এবং পূর্বমত

হলফ পাঠ)

হরি। আমার নাম হরিদাস, পিতার নাম ঠাকুরদাস;
বয়স ৪০। ৫০ বৎসর। আমি বৈরাগী, ডিঙ্গা করি।

বারি । আবুমোল্লাহর স্ত্রীকে কে খুন করেছে তুমি কিছু জানে ?

হরি । (মালা টিপিতে টিপিতে) রাধেকৃষ্ণ ! আমি কিছুই জানি না ।

বারি । কিছু শুনিয়েছে ?

হরি । শুনেছি হুজুর ।

বারি । ক্যা শোনা হয় ।

হরি । হরিবোল ! হরিবোল ! শুনেছি আবুমোল্লাহই মেরে ফেলেছে । উঃ কি পাপিষ্ঠ !! হরিবোল হরিবোল !

বারি । আবু মোল্লা কেমন লোক ?

হরি । হুজুর সে বড় ফরাববাজ, এক দিন আনি—

জজ । তুমি কি ? ফেরেব করিয়েছে (উচ্চ হাস্য করিয়া পূর্ববৎ তুড়ি ও শীশ দিয়া নৃত্য এবং ইংরাজি গান করিয়া দর্শকগণের প্রতি দৃষ্টিকরত হাস্য পূর্বক উপবেশন) তুমি—এক দিন তুমি কি ?

হরি । হুজুর ! এক দিন আমি ভিক্ষা কুর্ন্তে ওদের বাড়ীতে গেছিলুম । কাকি দিয়ে আমার ঝোলা দেখি ব'লে কেড়ে নিয়ে চালগুলো ঢেলে নিলে ; শেষে ঝোলাটা পায়ে প'ড়ে চেয়ে নিলুম । ও বেটা বড় ফেরেববাজ ওর জ্বালায় গাঁয়ের লোক জ্বলে ম'ল । রাধেকৃষ্ণ ! রাধেকৃষ্ণ !

বারি । মোল্লাহর স্ত্রীর চরিত্র কেমন ছিলে ?

হরি । (দুইকানে হাত দিয়া) রাধেগোবিন্দ !

আমার মুখ দিয়ে সে কথা বেরোবেনা — (দীর্ঘ নিশ্বাস)
মেরে কেলেছে কি জন্ত — দীনবন্ধু !

বারি । এই আসামীরা কেমন লোক ?

হরি । বড় ভাল মানুষ । আর সেই জমীদার বড়
লোক, বড় ধার্মিক, গরিব লোকের প্রতি তাঁর ভারি
দয়া ! আমার বৈষ্ণবী ষখন খাঁ সাহেবের বাড়ীতে যান
তিনি কাপড় টাকা পরসা চা'ল দয়া ক'রে দিয়ে থাকেন ।

বা, উ । তোমার বৈষ্ণবীর নাম কি ?

হরি । কৃষ্ণমণী ।

বা, উ । ছজুর সেই কৃষ্ণমণী —

জজ । হাঁ হাঁ । আমি জানে ।

(ডাক্তার কনিংহাম সাহেবের প্রবেশ)

জজ । How are you ?

ডাক্ত । Thanks ! Quite well .

জজ । Please take your seat. How is MRS.
CUNNINGHAM ? I have not seen her for a long time.
(মৃদুস্বরে) More than six months.

ডাক্ত । Thanks ! she is in delicate state and
this is the seventh month.

জজ । Oh ! (ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে অধোবদনে
লিখনীতে দস্তাখাত) Do you like to go soon ?

ডাক্ত । Yes ; she is alone.

জজ । (আসামীর বারিষ্ঠারের প্রতি) DR. CUNING-
HAM is in hurry and I think it is better to take his
deposition first.

বারি । Yes ; I have no objection.

বা, উ । (দণ্ডায়মান পূর্বক) হুজুর ! হরিদাস সা-
ক্ষীর প্রতি আমার সওয়াল আছে ?

জজ । Wait, wait. (ঈষৎ ক্রোধে) Baboo
can't you wait (নৃদ্বন্দ্বেরে) natives ? Let me
take DR. CUNINGHAM'S depositions first.

(বাদীর উকীল নিঃশব্দে চেয়ারে উপবেশন)

(ডাক্তার সাহেবের হস্তে জজের বাইবেল দান)

ডাক্ত । (বাইবেল চুম্বনপূর্বক) My name is F. B.
CUNINGHAM ; aged 72 years. I am the G. Surgeon
of Bensaff District. I made the port-mortem exami-
nation of the body of Nooren-nehar, a healthy good
looking woman, aged about twenty years, sent by
the Officer in charge of Dhurmoshala police Station.
No marks of external violence except on the genital,
profuse discharge of blood from the said part ; the
lungs highly congested on digesting away the
skin of the throat extravasation of blood observed,
all other organs found healthy. (তন্তুভাবে) In my
opinion she must have died of sanguineous apop-
lexy of the brain.

জজ । (মৃদুস্বরে) 'Must be brain disease ;
(বাদীর উকীলের প্রতি) টোমার কুই সওয়ারাল আছে ?—

বা, উ । ডাক্তার সাহেব জবানবন্দী দিলেন ইহাতে
স্পষ্ট প্রকাশ হ'চ্ছে যে স্ত্রীলোকটির অধোদেশ হইতে
রক্ত নির্গত এবং গলার চর্মের নীচে রক্ত জমা হইয়া-
ছিল, ঐ সকল কারণে কি “ ত্রেণ ডিজিজে ” মৃত্যু হইবার
সম্ভাবনা ।

জজ । হাঁ । কেন না হোবে ? ডাক্তার সাহেব কহি-
তেছেন ; হোবে হোবে ।

বা, উ । হুজুর একবার ডাক্তার সাহেবকে ঐ সও-
রালটা জিজ্ঞাসা করা উচিত ।

জজ । (বিরক্তি সহকারে মৃদুস্বরে) ছুট । (ডাক্তার
সাহেবের প্রতি) Is it possible that profuse discharge
of the blood from the vagina and extravasation
of blood beneath the skin of the throat, produced
sanguineous apoplexy of the brain ?

ডাক্তার । (উচ্ছ্বাস পূর্বক) হা হা হা ! If fever can
produce enlargement of the spleen, then why not
the sof of blood will produce sanguineous apoplexy
of the brain ?

জজ । আর কিছু সওয়ারাল আছে ?

বা, উ । হুজুর আমরা মেডিকেল সার্জেন্স ভাল
বুঝি না । আর কোন সওয়ারাল নাই ? (উপবেশন)

জজ । (বারিস্টারের প্রতি) Have you anything to ask DR. CUNNINGHAM ?

বারি । (সার্জেন্টের প্রতি) To whom ? To DR. CUNNINGHAM ?

জজ । Yes.

বারি । Certainly not ; he is perfectly right.

জজ । (ডাক্তারের প্রতি) Then you can go : give my compliments to Mrs. CUNNINGHAM.

ডাক্ত । Thanks !

[প্রস্থান ।

বারি । (হরিনাসের প্রতি) তুমি কোন্ কোন্ তীর্থ দেখেছ ?

হরি । গয়া, কাশী, পেঁড়ো আর কত তার নামও জানিনে ।

জজ । (ইবৎ হাস্য পূর্বক) তুমি লিখাপড়া জানে ?

হরি । নাম সহ ক'র্ত্তে পারি'।

জজ । আচ্ছা দস্তখত কর ।

[নাম সহ করিয়া হরির প্রস্থান ।

জজ । (বাদীর উকীলের প্রতি) বাবু আপনি এইক্ষণে বক্তৃতা করুন ।

[পাঁচ মিনিট কাল উকীলের বাজনা বক্তৃতা]

[পনের মিনিট কাল বারিস্টারের ইংরাজি বক্তৃতা]

আবু । দোহাই ধর্ম অবতার—আমার প্রতি বড় অত্যাচার হয়েছে—বড় দৌরাভ্য হয়েছে ।

বারি । টুম চোপরাও ।

আবু । আমার বাড়ী ঘর সব গিয়েছে, জাতও গেছে ছজুর ; আমার কিছুই নাই ; (ক্রন্দন) আমার সর্বনাশ হয়েছে ।

জজ । চুপরাও !

আবু । দোহাই ধর্ম অবতার ! আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে—আমি নিতান্ত গরিব ।

জজ । চুপরাও ! (কিঞ্চিৎ পরে জুরিদিগের প্রতি)
Is this case guilty or not ?

জুরি । (যথাস্থানে এক একা হইয়া) Not guilty.

বারি । (হো হো শব্দে হাস্য পূর্বক পুস্তকাদি টেবিল হইতে হস্তে করণ এবং জজের একটু খোসামদ)

জজ । (রায় লিখিতে আরম্ভ ও ক্ষণকাল পরে দণ্ডায়মান হইয়া) ডিস্ মিস্—আসামীগণ খালাস (হাতে তুড়ী দিয়া নৃত্য)

বারি । (হাস্য করিয়া) সেকুহেও ।

পট ক্ষেপণ ।

(নটীর প্রবেশ)

নটী । (স্বগত) হায় হায় একি হলো ? হা ভগবন্
তুমি কোথায় ? হায় হায় এ জগতে অর্থই সকল দোষের
মূল !

হায়রে পাতকি অর্থ ! তোর লাগি ভবে—
সুখ তোর লাগি ঘটে যত অত্যাহিত !
অবলা অমূল্য রত্ন সতীত্ব রতন,
হরিল দুর্মতি পাপ পাষণ্ড বর্ষর
জমীদার ! ধর্মাসনে হলোনা বিচার !
কারে কই মনোদুঃখ কারে বা জানাই
এ বারতা ? শোক সিন্ধু উথলিছে মনে—
কারে বা জানাই ? কেন কেন এ জিজ্ঞাসা ?
দুজন জিজ্ঞাসা-পাত্র সম্মুখে আমার—
জানাইব তাঁরে যিনি সর্ব নেত্রবান্,
সর্বদর্শী মহেশ্বর, জগত-কারণ,
সর্বময় সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশাস্তা বিহু
ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর যিনি, পরম ঈশ্বর—
অনুগত ধর্ম যার সদা আজ্ঞাবহ,
তাঁরে বিজ্ঞাপিব শোক মনে যত আছে—
এই ভাবে জিজ্ঞাসিব কহ কহ দেব,
হবে না কি দরিদ্রের এ দুঃখ মোচন ?
রবেনা কি অবলার সতীত্ব রতন ?

আরো বিজ্ঞাপিব শোক কান্দি তাঁর কাছে,
 ঈশ্বর-প্রসাদে যিনি ভারত-ঈশ্বরী,
 যাচিব কেবল ভিক্ষা ডাকি বার বার,
 কর মা কর মা দীনে কর মা নিস্তার।

সঙ্গীত।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

কাতরে ডাকিমা তোরে শুনমা ভারতেরেশ্বরী !
 অবিহিত অবিচারে আর বাঁচিনে মরি মরি ॥
 থাক মা সাগর পারে, কভু না হেরি তোমারে,
 রক্ষ মা প্রজা কিঙ্করে, বিনয়ে মিনতি করি।

অবলা সরলা সতী, তাহে ছিল গর্ভবতী,
 সে সতীর এ দুর্গতি, উছ মরি মরি !
 সবল দুর্বল পরে, হেন অত্যাচার করে ?
 রক্ষ মা দীন প্রজারে, মা তোমার চরণে ধরি ॥

দয়া মমতা পালিনী, প্রজার দুঃখ বিমোচিনী,
 দীন দুঃখ-নাশিনী, মা তুমি শুভঙ্করী,—
 জননী বলিয়ে ডাকি, শুন সিন্ধু পারে থাকি,
 করুণা কটাক্ষ রাখি, তার মা ভারতেশ্বরী ॥

(নটের প্রবেশ)

নট। প্রিয়ে! আর দুঃখ ক'ল্পে কি হবে? আমাদের
 কথা কে শুনে? আর কেইবা আমাদের দুঃখে দুঃখিত হয়?

হায় ! চ'কের উপর এমন অন্যায় হলো ? হায় ! হায় !
দিনে দুপরে ডাকাতি হলো ! দীনহীন প্রজার ধন মান
প্রাণ পর্য্যন্ত গেল, তার প্রতিশোধ কিছুই হলো না !
(কণকাল চিন্তা) 'যাক্' আমাদের আর সে কথায় কাষ
নাই ! আমাদের কথায় কেবা কান দেয় ?

নটী । বলেন কি ? আমাদের এ কান্না কি কেউ শুন্বে
না । গরিবের প্রতি কি কেউ নজর করবেন না ?

(দীনবেশে ক্রন্দন করিতে করিতে আবুমোস্তার
প্রবেশ ।)

নট । আবার কি হয়েছে ? উঃ ! কি ভয়ানক !

আবু । আমার সর্বনাশ তো হয়েইছে — হায়ওয়ান
আলী মোকদ্দমা জিতে আমার বাড়ী ঘর ভেঙ্গে চুরে
খানে ওয়ারাণ করে ফেলেছে । আমার আর দাঁড়বার
লক্ষ নাই । (ক্রন্দন) হায় হায় ! আমার ধন মান
প্রাণ সকলি গেল, বিষয় সম্পত্তি যা কিছু ছিল সকলি
ছুটে নিয়েছে । আমার গ্রাম থেকে তাড়িয়ে, দিয়েছে —
আমার অন্ন বস্ত্র কিছুই নাই ! (ক্রন্দন)

নট । কি নির্দয় !! কি নিষ্ঠুর !!!

নট নটী । (উভয়ের দুঃখিত স্বরে সঙ্গীত)

রাগিনী ললিত—তাল আড়াঠেকা ।

কবে পোহাইবে ভবে এই দুঃখ বিভাবরী ।

উপায় না হয় ভেবে নিয়ত ভাবনা করি ॥

কবে দেব দিবাকর, বিকাশিগৈ অখকর,

নাশিবেন তম ঘোর, ঘোর অন্ধকার হুবি ?

ওহে বিপদ বারণ, কর বিপদে তারণ,

তম কর নিবারণ নিবেদন করি,—

তুমি দেব সর্বময়, কাতরে করুণাধরী

নাশ কর দীন ভয়, অীপদ করুণাধরি ॥

যবনিকা পতন ।



